Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH



Vol. VIII November, 1960 No. 3

কীর্ত্তন রস-স্বরূপ

বিশেষ পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ

মূল্য—ছয় টাকা।

বিশেষ ইতিহাস সহ শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের সঙ্গীত, শ্রীশ্রীমায়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সঙ্গীত, "দিদিমা" ও "ভাইজী" রচিত সঙ্গীত, আশ্রমে গীত নিত্য ভজন ও স্তব, বিশিষ্ট স্তব-স্তোত্রাবলী, লুপ্তপ্রায় কবিগান সকল, দেব দেবীর অষ্টোত্তর শতনাম ও বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন রুচির সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও ভজন লইয়া এই পুস্তকটির রচনা। ভক্তদের নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ।

প্রচ্ছদপট বাঁধাই ও চিত্রাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তকটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। বাংলার সুধীসমাজে এই গ্রন্থটি অতি অল্প সময়েই বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

Ānanda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teachings of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics.



Board of Editors



Annual subscription (postage free) India—Rs. 5·00
Foreign—Rs. 6·00 or 10 shillings or dollars 1·25 only.

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate editions—Hindi-English ; Bengali-English and purely English—in the beginning of the months of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, (U.P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U P.).

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *latest by the second week of the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to "dishonour" any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a considerable loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Contents.

BENGALI SECTION

Contents

English Section

Printed & Published by K. Bose for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi,
at the Kamala Press, Godhowlia, Varanasi.

ĀNANDA VĀRTĀ

"অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।"

VOL. VIII] NOVEMBER, 1960. [NO. 3

—মাতৃ-বাণী—

"তাঁহার জন্য কাঁদিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।"

* * * *

"তাঁহার উপর যে নির্ভর করা এও তিনিই করাইবেন, তবেই ত তুমি করিতে পারিবে। পুরুষকার কাকে বলে? তিনি যা করান তাই পুরুষকার।"

* * * *

"জগতের শিশু হইতে চাও কেন? এমন শিশু হও যাহাতে আর বদলাইবে না। শিশুত্ব বদলাইবার কারণই হইল বাসনা।"

* * * *

"এই শরীর তন্ত্র-মন্ত্র কিছুই করে না। তান্ত্রিক ঐ সব ক্রিয়া কাহাকে বলে, কি করে সে সবের কোনও বালাই নাই। এখানে যে সকলের সঙ্গেই

আত্মিক সম্বন্ধ। এখানে ত আর আলাদা ঘর বাড়ী নাই। আর ঘর যদি বল সেই সীমাহীন একই।"

* * * *

"যাহার যেমন শক্তি সপ্তাহে একদিন যদি নাও হয় তবে অন্ততঃ মাসে বা পনের দিনে একদিন সংযমিত ভাবে থাকতে চেষ্টা করা। খাওয়া-দাওয়া, বলা-চলা, ঘোরা-ফেরা সব কিছুতেই সংযম। এই ভাবে ধীরে ধীরে এই ভাবটি রক্ষা করতে পারলে পরে বছরে দুই চার মাসও এই নিয়ম অনায়াসেই বা অল্পায়াসেই পালন করতে সক্ষম হবে। পরে হয়ত ধীরে ধীরে সর্ব্বদার জন্যই এই ভাবে প্রস্তুত হতে পারবে। যাতে নিজকে জানার দিকে গতি হবে। অসংযমের পরিণামে দুঃখ—মানে দূরের দিক।"

* * * *

"কষ্ট রূপেই বা কে? ভোগ নিয়ে নেওয়া এটা অন্য কথা। সব ক্রিয়া সবটাতে সম্ভব না ত। এখানে হাসি যা, খোলা যা, আবার শ্বাস বন্ধটাও সেই তৎ। এখানে ভোগের ভাগ না, কষ্টের ভাগ না—**সম**।"

"মাতৃ-কথামৃত"

নীলমণি

রাঁচি আশ্রম, ১৯শে মে, ১৯৫৮

প্রঃ—আপনি যে ভক্তদের মৌন অবলম্বন করতে বলেন, তাতে কি আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়?

উঃ—বাক্‌সংযমের দ্বারা শক্তিসংরক্ষণ হয়। মৌন মানে যেখানে মন অ-মন হয়ে যায়, অর্থাৎ ভগবানের দিকে মন যায়।

প্রঃ—ভগবানের কাছে কি নানারকম জিনিষ চাওয়া উচিত?

উঃ—শ্রেষ্ঠ চাওয়া—ভগবানকে চাওয়া।

প্রঃ—ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন এত দুঃখ পাই?

উঃ—যেখানে (অর্থাৎ সংসারে) বাস করা যায় সেখানকার এই রূপ। ভগবান্‌কে ডাকলে সর্ব্বদুঃখ নাশ হবে।

প্রঃ—কত লোক পক্ষাঘাত ইত্যাদি কঠিন ব্যাধিতে কষ্ট পায়, তাদের তিনি তুলে নেন না কেন?

উঃ—ভোগদেহে কর্ম্মফল ভোগ করিয়ে শেষ করান হয়।

প্রঃ—শব্দব্রহ্মের সাধনায় কি এক অবস্থায় প্রণব নাদ শোনা যায়?

উঃ—হ্যাঁ, শোনা যায়।

প্রঃ—তারপর কি হয়?

উঃ—শেষে ব্রহ্মের প্রকাশ হয়।

প্রঃ—মাটীই তো মা? তবে কি মাটীকে ঠিক করে ধরতে বা চিনতে পারলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মলাভ হতে পারে?

উঃ—হ্যাঁ, মা-টী যে। যেখানে ধরবে সেখানেই তাঁকে পাবে। মাটীর মূর্ত্তির পূজা করা হয় কেন? ঈশ্বর প্রকাশ হবার জন্যই।

প্রঃ—মানুষের মাঝে উচ্চ নীচ ভেদ কিসের থেকে হয়?

উঃ—বাসনার জগতে উঁচু নীচু ভাব যে রয়েছে। তাই এটি স্বাভাবিক।

প্রঃ—অজ্ঞানতার সৃষ্টি কোথায়?

উঃ—বাসনা কামনা অহঙ্কারে জীব বদ্ধ, সুতরাং সেখানে অজ্ঞানতা থাকা স্বাভাবিক। বলা যায় অজ্ঞানতার সৃষ্টি বাসনায় আবার বাসনার সৃষ্টি অজ্ঞানতায়।

প্রঃ—সাধুদের মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকে কেন?

উঃ—এটা রাস্তায় হতে পারে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছলে ভেদজ্ঞান থাকে না। তবে কথা, সাধনার পথে শ্রেয় গ্রাহ্য ও প্রেয় ত্যাজ্য। তাই সাধনার অনুকূল খাওয়া গ্রহণ করা উচিত। সাধনার পথে প্রতিকূল সঙ্গ ভাল নয়। যারা জাতিভেদ মানে তাদের জন্য সাধনার পথে মানা উচিত। জাতিও তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। সাধকদের মধ্যে তাই অনেক সময় ছুঁৎমার্গ, শুদ্ধাচার ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। নইলে সাধনে বিঘ্ন হয়। শাস্ত্রে লেখা আছে এই জাতি এই কাজ করবে, এই খাদ্য গ্রহণ করবে ইত্যাদি। শাস্ত্র মানলে তা অনুযায়ী চলা উচিত। কিন্তু পূর্ণ অখণ্ডেতে প্রতিষ্ঠিত হলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তখন জাতি মানলেও আসে যায় না, না মানলেও আসে যায় না। ভগবান্ যেমন সর্ব্বরূপে আছেন, তেমন ব্রহ্মজ্ঞানী যে কোনো রূপ ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর ব্যবহারের সাথে সাধারণ সাধকের ব্যবহারের তুলনা হয় না।

প্রঃ—ভক্তি, ভাব ও উচ্ছ্বাসে পার্থক্য কি?

উঃ—ভাব অভাবের এবং স্বভাবের দুইই হয়। স্বভাবজনিত ভাবই ঠিক ভাব। ভগবৎ প্রেমই ভক্তি। ভাব হচ্ছে ভক্তির দরুণ অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ। সাময়িক অসংযত ভাবকে উচ্ছ্বাস বলা চলে। বাস্তবিক জ্ঞান ও ভক্তি একই।

বাস্তবিক জ্ঞান ভক্তির সমপর্য্যায়ের বস্তু। কোন কোন স্থলে কোন একটি প্রধান হয়।

প্র:—ভক্তিলাভের উপায় কি ?

উঃ—গুরু উপদেশ পালন করা।

প্রঃ—যদি গুরু উপদেশ পালনের ইচ্ছা না থাকে।

উঃ—বাবা, রোগ হলে জবরদস্তী হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে হয়, ওষুধ খেতে হয়। কুইনিন তিতো হলেও ম্যালেরিয়া জ্বরে খেতে হয়। সেই রকম গুরু উপদেশ অনুযায়ী ভগবৎ-প্রীতির জন্য চেষ্টা করে সাধন করতে হয়। তাতে ভক্তির উদয় হয়।

—ক্রমশঃ

আদর্শের সংঘাত *

শ্রীমণীন্দ্রকিশোর রায়

আদর্শবাদীর বিরুদ্ধে জড়বাদীর মস্ত বড় অভিযোগ—এরা জগতকে সত্য বলে, বাস্তব বলে স্বীকার করে না। অলীক বলে জেনেছে এরা জগতকে। তাই তারা মনে করে জগত শুধুই মায়ার বিজৃম্ভণ, পারমার্থিক সত্তার আসরে তাই এর জন্য স্থানের নিতান্ত অভাব।

জড়বাদী চায়, অবশ্য তার জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে, জগতকে বাস্তবের আসনে, সত্যের আসনে বসাতে। দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয়ে, মানুষের পরিণতি তার প্রকাশে। সুখ-দুঃখের টানা-পোড়নের ভেতর দিয়ে মানুষের আশা আকাংক্ষা সার্থক হয়ে ওঠে। সমাজ ও জাতির কল্যাণের মধ্যে মানুষ তার চরম সার্থকতা খুঁজে পেলেই না ধন্য মানে। তবে কেন আদর্শবাদী আলো-ছায়া ঘেরা এই পৃথিবীকে সাব্যস্ত মনে করে মিথ্যে বলে, চায় একে ভোজবাজির প্রহেলিকার মত উড়িয়ে দিতে? কিন্তু জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে এ নেহাৎ-ই নিছক প্রচার, হীন প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা মাত্র।

অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালবাসার লোকের মতই আমাদের এই জল-মাটির পৃথিবী চির নতুন, মনে পড়ে বহু যুগ আগে এক প্রভাত বেলায় এই তরুণী পৃথিবী সমুদ্রে অবগাহন করে বন্দনা করেছিল নবীন সূর্য্যকে। পৃথিবীর সেই আদিম মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবন উচ্ছ্বাসে গাছ পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। তখন ছিল না আর কোন জীব, ছিল না কোন জন্তু, ছিল মাটি আর জল। বিশাল সমুদ্র মায়ের মত দুলে দুলে তার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমি খণ্ডটিকে উন্মত্ত আলিঙ্গনে ও সস্নেহ চুম্বনে আবৃত করে দিত। তখন যে এই পৃথিবীতে সর্ব্বাঙ্গ

---

* শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম (রাঁচি) সংস্কৃতি পরিষদে পঠিত।

দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিল, সে যে আমি, নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবের পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে মাটির মাতাকে মস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এবং স্তন্য রস যে পান করেছিল সে তো আমি। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল উঠত ফুটে, উদ্গম হতো নব পল্লবের। ঘন-ঘোর বর্ষার ঘন শ্যাম চ্ছটার অতি পরিচিত পরশে আমার পল্লবে জাগতো পুলক শিহরণ। এই মাটির পৃথিবী তো অজানা অচেনা নয়। নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতেই আমার জন্ম। আমার চেতনার প্রবাহ বয়ে যায় এই পৃথিবীর প্রতিটি ঘাসের শীষে, গাছের শিকড়ে, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে শস্যক্ষেত্র, জীবনের আবেগে কেঁপে উঠে গাছের পাতা, এ আদর্শবাদীর কথা।

এতো পৃথিবীকে অন্তরঙ্গ আত্মীয় বলে জানা। বস্তুময় জগতের কর্ম্মময় জীবনের কোন অস্বীকৃতির ছোঁয়া নেই এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, দুনিয়ার স্নেহ-মমতা, ভালবাসা, সমাজের কল্যাণ কামনার প্রতি নাই কোন উপেক্ষা, নাই অবহেলা, এ জানাই জগতকে বাস্তব বলে, সত্য বলে জানা। পৃথিবীর মাটির সাথে, আলো আকাশের সাথে মানুষের রয়েছে রক্ত-সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের, যুগ যুগান্তরের। এ জীবনেই তার শুরু নয়, আর এ জীবনের দীপ নিভে গেলেই তার পরিসমাপ্তি হয় না। মায়ের নাড়ীর সাথে শিশুর যোগ ছিন্ন হবার সাথেই চোখ মেলে সে দেখে এই দুনিয়া, তার সাথেই ঘটে প্রথম পরিচয়। দু'দিনের খেলা শেষ হলেই কি—এ সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়? জীবনের আদর্শ বলে আমাদেরকে, ধরণীর প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি প্রাণোচ্ছ্বাসের সাথে আছে মানুষের সম্পর্ক। কালের শুরু তার নাড়ীর স্পন্দনের সাথে রয়েছে মানুষের গভীর অন্তর্যোগ। একই শক্তির বিকাশ অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে, একই সত্তার প্রকাশ নানা ভাবে, নানা রূপে। আমি ছিল অতীতে, ভবিষ্যতেও থাকব আমি, বস্তু জগতের অন্তঃপ্রবাহী ছন্দের সাথে চলে আমার চিরন্তন খেলা। অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমি আছি তার সাথে জড়িয়ে। আমার দেহ-মন-আত্মা এই বস্তুময়ের তালে তালে পুষ্ট ও নন্দিত। এ রক্ত মাংসে, শিরায় শিরায় উপলব্ধি করে মানুষ, আর তার কর্ণে ধ্বনিত হয় জীবনের জয় গান।

ভূমির সাথে, নাড়ীর প্রাণের অন্তরাত্মার নিবিড় ঐকাত্ম্য সংযোগ রয়েছে আদর্শবাদীর। সে যে পৃথিবীর সন্তান। তার গান—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই!' অসংখ্য বন্ধন মাঝে, মুক্তির স্বাদ তারই উপভোগ্য। তার সমগ্র দৃষ্টি থেকে বাদ পড়েনি মাটির ফুল, আকাশের তারা, প্রাণ ও অপ্রাণ, বস্তু ও মন। তবুও যথেষ্ট কালিমা লেপন করেছে বিরুদ্ধবাদীর দল এ-দর্শনের গায়ে। কেউ বা দুয়ের সমন্বয় দৃষ্টি লোকের সামনে সম্যক্ স্পষ্ট করে ধরে তুলতে পারেননি কিংবা কেউ বা হয়তো ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অন্তরালের গভীরতর সত্তাকে, পরম সত্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাই কি?

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর ওপরে শিশুর কড়া নজর। সে তার চার হাত-পায়ে তার কাছের মাটিকে আঁকড়ে ধরে থাকে। এ-ও ক্ষণিকের। বিবর্ত্তনের ফলে হস্ত যুগলের ঘটলো মুক্তি। মানুষ তখন ভূমিতে পা রেখে দু' হাত দিয়ে ভূমাকে আঁকড়ে ধরার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। ভূমি ও ভূমার, সীমা ও অসীমের মাঝে স্বর্ণ-সেতু মানুষ। ব্যক্তি বিশেষরূপে ব্যক্ত মানুষ, অব্যক্তের পানে সদাই উধাও। অসীমের পথেই যে তার তীর্থ-যাত্রা। প্রতিদিনের জগতেই মানুষের বাস, কিন্তু তার কানে ভেসে আসে শাশ্বতের, চিরন্তনের গান। দেহ তার পুষ্ট হয়, বেঁচে থাকে অন্ন জলে। তার আত্মার বিকাশ অনির্ব্বচনীয় আনন্দলহরীতে। প্রয়োজনের স্বার্থ-কোলাহলের তরংগ-দোলায় দোল খেলেও মানুষ প্রয়োজনাতীতের নোঙরে বাঁধা, পরমার্থের কেন্দ্রে বিধৃত।

আদর্শবাদী নাকি ইহকাল থেকে পরকালকেই আপন বলে জানে। বস্তুর দিকে নাকি ওরা থাকে মুখ ফিরিয়ে, চোখ বুজে। বস্তু অতীতেই, বস্তুর উর্দ্ধেই নাকি ওদের মনের বিকার। এই মাটির পৃথিবীর উপরে থেকেও তাদের বাস তুরীয় লোকে। মিথ্যা রঙীন শূন্যতায় দোল খায় তাদের চিত্ত। কিন্তু এই কি আদর্শবাদীর পরিচয়? তারা তো ব্রহ্ম ও জগতকে ভিন্ন করে দেখেন না। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এই যে তাঁদের কথা। সামান্য পাথরের নুড়ি আর চৈতন্যসম্পন্ন মানুষ উভয়কে তাঁরা দেখেন সাম্যের দৃষ্টিতে। যা কিছু ক্ষুদ্র, যা কিছু হেয়, অন্তর্দৃষ্টির

গভীরতায় তাঁর ঠাঁই হচ্ছে বৃহতের আসনে। মহতের গৌরবে তা সেখানে মহিমময়। ঐক্যের সুনিবিড় অন্তর্যোগে সকলি আবদ্ধ। বিভিন্ন বস্তুকে ভেঙে বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে সকলেরই মূল উপাদান এক। একই উপকরণের, একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন রূপায়ণেই বহু বস্তুর অস্তিত্ব। রসায়ন বিজ্ঞানের এই শিক্ষা, পদার্থ-বিজ্ঞানী বলেন, তাই তো। উত্তাপ, আলো, সংকর্ষণ ও বৈদ্যুত শক্তির বিশ্লেষণেও যে দেখা যায় একটি রূপান্তরিত হয়ে যায় অন্যটিতে। শেষ বিচারে প্রমাণ হয়ে পড়ে বিদ্যুতেরই ওরা বিচিত্র প্রকাশ। একই শক্তি ভেতরে থেকে যেন নিজকে নানা রূপে, নানা নামে উদ্‌ঘাটিত করছে।

একের ভেতরে সৌষম্যের মধ্যেই সত্যের যথার্থ পরিচয়। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যানুভূতিরই রূপায়ণ কবিতায়, গানে, চারু শিল্পে। পরস্পর স্বতন্ত্র বস্তু সীমার রূপের, রসের সৌন্দর্য্য কি মানুষের বিস্ময়ের কারণ হয়? দৃশ্যমান বিচ্ছিন্ন সৃষ্টির রূপ ও রস শিল্পীর অন্তরে দেয় না যে কোন দোল। অরূপ অনন্তকে পেতে হবে এই পৃথিবীর হাতে পাওয়া বস্তুর মধ্যে; চোখে দেখা জিনিষের অন্তঃস্তলে। এই বিশ্ব একই ছন্দে, একই সুরে স্পন্দিত হয়, তাই শিল্পীর মনে, কবির অন্তরে, এই ধূলির ধরণী সুন্দর অনির্বচনীয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে বিরাট শক্তি, আদ্যাশক্তি খেলা করছে মানুষের দেহও সেই। আদর্শবাদীর দেহ-মন-আত্মায় জাগে অনুভূতি—খেলতি অণ্ডে, খেলতি পিণ্ডে। ব্রহ্ম-সাধনার সাধনভূমি এই মানুষেরই দেহ। হৃদয়-বৃন্দাবনে চলে তাঁরই লীলা, তাঁরই বিহার, সুফিরাও মানব-প্রেমের মধ্যেই সন্ধান পেয়েছিলেন ভগবৎ-প্রেমের।

তাঁদের কথা—মানুষকে ভালবাস, জগতকে দেখ অনুরাগের চোখে, তবেই পাবে খোদাকে। নশ্বর প্রেমাস্পদকে তাচ্ছিল্য করলে অবিনশ্বর প্রেমাস্পদ দেয় না ধরা। ভাল না বাসতে পারলে সাধনার পথ সুগম হয় না। অরূপের অমৃত উপভোগ করতে হলে রূপের শরাবকে উপেক্ষা করার জো নেই, তাকে পান করতেই হবে। জগতকে বাদ দিয়ে নিরালম্ব শূন্যে পালাবার পথ কোথায়? মানুষকে এড়িয়ে, জগত ছাড়িয়ে অতীন্দ্রিয় তুরীয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাবার লোভের

কোন ইংগিত তো এখানে নেই। কোন বস্তুকে তার দৃশ্যমান সীমার মধ্যে সংকীর্ণ করে, বিচ্ছিন্ন করে, অসুন্দর করে, অসত্য করে পায়নি কোন আদর্শবাদী। তবে তার অপরাধ হলো কিসে? আধুনিক বিজ্ঞানীর কথাও তাই। অতি ক্ষুদ্র যে বৈদ্যুতিন সে যে বিন্দুর সীমার গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, ব্যাপ্ত হয়ে রইলো সে বাঁধনহারা অনন্তে। আজি সীমার মাঝে বাজে অসীমের আপন সুর; কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী আর ধর্ম্মসাধকের মর্মে। সব তরী আজ ভিড়েছে একই ঘাটে, সত্যের ঘাটে। সকলের সিদ্ধান্তই আজ এক। বস্তুর মধ্যেই রয়েছে অবস্তু, বলেন বিজ্ঞানী। শিল্প আর সাহিত্য অরূপের সন্ধান পেয়েছে রূপের মধ্যে। ধর্ম-সাধনা ও দর্শনের বিচারে জড় ও চিৎ সর্বত্র আছে এক মহান ঐক্য, অনন্ত ও অসীম। বিশ্বের পরম সত্য আজ আর কারো ব্যক্তিগত নিজস্ব সম্পত্তি নয়। তা সকলের, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের, সকল শিল্প ও সাহিত্যের, কথা ও সুরের।

ইহকাল ও পরকালের মধ্যে নেইতো কোন ভেদ। সত্যিকারের দৃষ্টিতে এরা এক ও অভিন্ন বলেই প্রতীত হয়। তাই আদর্শবাদীর ইহকালের মৃন্ময় পাত্র উপচে ওঠে পরকালের অমৃত সুধায়। জাগতিক স্বার্থেই পরমার্থের সৌরভ। সমুদ্রের জলে মিশে আছে অদৃশ্য লবণ ওতপ্রোতভাবে। স্থাপিত হয়েছে সামরস্য দুয়ের মধ্যে। পাটোয়ারী বুদ্ধির কোন স্থান নেই আদর্শবাদীর কাছে। কর্মই তার সাধনা,—'যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনম্।'

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বলবেন, দুঃখ-আঘাত, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, ভয় জাগায় আদর্শবাদীর চিত্তে। তাই সে দুঃখবাদী। সহ্য করবার শক্তি কি মনোবল যে তার নেই। তাই সংসার ত্যাগ করে বনে পালাবার দিকেই সে উন্মুখ। কিন্তু তাঁর কথা তো শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। শান্তমের পরেই তিনি চান শিবকে, পাওয়া যায় না। দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে নয়, অতিক্রম করে, জয় করে তাকে পেতে হয়। তিনি জানেন মানুষের আত্মা অসীম বীর্যবান, অপরিমিত তার সাহস। সৃষ্টির সীমা পেরিয়েও তার অধিকার। এই বিপুল সংসারের অপরিসীম রহস্যময় জীব-লীলার দুয়ার তাঁর কাছে সদাই অবাধ, উন্মুক্ত। চিরন্তন এই পথিকের প্রার্থনা—'রুদ্র, যত্তে

দক্ষিণম্ মুখম্ তেন মাম্ পাহি নিত্যম্।' এ জানে রুদ্রকে এড়িয়ে চলবার কোন পথ নাই। একে পার হতেই হবে। রুদ্রের প্রসন্নমুখই চরম ও পরম সত্য। এ সত্যে যেতে হবে রুদ্রকে পার হয়ে তাঁর স্পর্শ নিয়ে। অশান্তির ছোঁয়া লেগে নেই যে শান্তিতে, সে তো শান্তি নয়, সে যে স্বপ্ন। সমাজ কল্যাণ চাই আমাদের, কিন্তু তা পেতে হবে অমঙ্গলের সাথে লড়াই করে। রক্তরাঙ্গা মহা ভাঙ্গনের পথে দুঃখ লাঞ্ছনা সয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেই সত্যকে পাওয়া যায়। তাই তাঁর কল্পনা, তাঁর আদর্শ নীলকণ্ঠ মহাদেব। সমুদ্র মন্থনে উঠেছিল যে বিশ্ব-বিধ্বংসী হলাহল তা গ্রহণ করেই তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। দুঃখ-বেদনা-জর্জরিত সংসারীর আদর্শ তো এই। আনন্দ দুঃখের চরিতার্থতায়, তার নিবৃত্তিতে নয়। মার্কসবাদীর কথা, দ্বন্দ্ব-বিরোধের পরপারেই দ্বন্দ্বাতীত, বিরোধহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু কেমন করে? দ্বন্দ্ব-বিরোধ বিবর্ত্তনের কোন ধাপেই মানুষের চলার পথ থেকে বিদায় হতে পারে না। প্রগতিবাদী (?) বিবর্ত্তনের কোন কল্যাণবর্ষী উন্নতশীর্ষে থমকে দাঁড়াবেন। তথাপি গতি যদি থাকে, বিবর্তন যদি চলে, তবে তার পরেও থাকবে দ্বন্দ্ব। তবে আদর্শবাদী দুঃখ, আঘাত, মৃত্যুর ভয়ে সংসার ত্যাগ করে পালাবে কেমন করে?

নিজকে যাতে করে উপলব্ধি করা যায় তাতেই আনন্দ। নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে মন যখন সচেতন তখনই যে নিবিড় করে পাওয়া যায় নিজকে। তার বিচিত্রের প্রকাশ দ্বন্দ্বের মধ্যে। যেখানে গতি সেখানেই সংঘাত। এই জগৎ আমাদের চলমান। তার চলার উৎস দ্বন্দ্ব। সংশ্লেষণের পথেই চলে সৃষ্টি আর চিন্তা। বিশিষ্ট একটা রূপে এল অস্তিত্ব। গতি-ধর্মে সে চঞ্চল, চলার স্রোতে প্রতি মুহূর্ত্তে ঘটছে তার পরিবর্তন। নিজের বৈপরীত্যে, অনস্তিত্বে তার পরিসমাপ্তি। নতুন বিরুদ্ধতার কাছে হলো তার হার। এও ক্ষণিকের। বৃহত্তর সংশ্লেষণে আবার তার ঘটবে রূপান্তর। এ দুনিয়ায় শুধু হয়ে হয়ে চলা, রূপ হতে রূপান্তরে পরিণতিই সত্য। আছে ও নাই, ভাব ও অভাব এদের নেই অস্তিত্ব, নেই কোন সত্য মূল্য। বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, চলার পথ ক'রে দেখাই এদের কাজ। ব্যক্তি-বিশেষে,

সমাজে, রাষ্ট্রে, সর্বত্রই এই সংঘাত। চলার মর্মে আছে দ্বন্দ্ব, আছে বিরোধ। এই যে শাশ্বত রীতি।

কালো ত মিছে নয়। তার প্রকাশই আলো। অব্যক্ত কালো ব্যক্ত হলো, আলোর শুভ্র ধারায় পেলো সে মুক্তি—তাই তার হাসি। যাওয়া আর হওয়া জগতের নিয়ম, জীবনের ধারা তাই আজিও অক্ষুণ্ণ। মৃত্যুর ভিতর দিয়েই প্রাণের বিকাশ। প্রলয় আর প্রকাশ নিয়েই তো আমাদের পথ পরিক্রমা। জীবন আমাদের দোলায়িত হয় দুঃসহ দ্বন্দ্বে। সামাজিক স্বার্থে স্বার্থে বিরোধ, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাত। সুখ-দুঃখের আনন্দ-বেদনার নাগর-দোলায় বিবর্তিত হয় জীবন। পরস্পর বিরোধী, সতত বিবদমান দ্বৈতের তাৎপর্য, তার সত্যিকারের মূল্য চিরদিনেরই জিজ্ঞাসা, দর্শনের বিচারের বিষয়। দ্বিধা বিভক্তির সরল সীমারেখা যে নিজকে বিলিয়ে দেয় ঐক্যে। নদীর এ পাড়ে দাঁড়িয়ে ও পাড়ের দিকে হতাশ নয়নে চাইলে কি হবে? দু' পাড়ের মধ্যে নদী তো শুধু একটা ব্যবধান নয়, একটা যোগসূত্রও। হলকর্ষণ হলেই তো সোনার ফসলের সম্ভব হয়। আদর্শবাদ সংঘাতকে তাই এড়িয়ে চলতে পারে না। ঐক্যের মাঝে তাই স্থান হয় বৈপরীত্যের। দ্বন্দ্ব আছে বলেই সম্ভব হয় সুন্দরের আবির্ভাব, তার অস্তিত্বের। এই বিরুদ্ধ শক্তি যে একে অন্যের পরিপূরক, মহান ঐক্যের অংগ। জগৎ জুড়ে একটা অখণ্ড ঐক্য অবশ্য মিলছে না। ঐক্যবদ্ধ জগতের পরিণতি—সংযোগ-বিমুখ একাধিক কঠিন প্রাচীর-ঘেরা অন্ধ কারায়। বিপরীতের সংযোগেই জন্ম হয় সুন্দরের। নটরাজের নৃত্যে আছে ভাঙ্গা গড়ার ছন্দ। একের আঘাতে বন্ধন টুটে, অন্যের আঘাতে কমল ফোটে। মহাকাল তার ডান হাতে পূর্ণ করে সুধা, আর বাম হাতে চূর্ণ করে পাত্র। মরণেই জীবনের প্রকাশ। মৃত্যু-স্নানে নবীনা বিশ্বমাতার প্রিয় পুত্র যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েই গেয়েছিলেন জীবনের জয় গান। এ যেন একটা এঞ্জিন, তার যে শক্তি তাকে সমুখের পানে চালায়, সেই আবার পেছনেও টানে। আঘাতেই জেগে উঠে অন্তরের সুপ্ত শক্তি। অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে স্তব্ধ হয়ে। বিরুদ্ধ শক্তির প্রবল সংঘাতে সুপ্তি যায় টুটে। জাগে ছন্দ, চলে নৃত্য, প্রকাশ হয় সুন্দরের। শক্তিকে জাগিয়ে

তুলতে সক্ষম হয় শুধু শক্তি। দু' হাতের অঞ্জলিতে দিতে হবে নৈবেদ্য। তা হলেই বৈপরীত্যের মধ্যে, অনৈক্যের মধ্যে অস্তিত্ব উঠবে ফুটে, সৃষ্টি ভরে উঠবে রূপে-রসে-গানে-আনন্দে। কেবলমাত্র বৈরীভাবে দেখলে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবে না। জড় ও অধ্যাত্ম, তাদের মধ্যে ব্যবধান বিরাট। তবু তারা চরম ভাবে, বর্জন-ধর্মী নয়। একের দুই বিভাগ মাত্র এরা। দ্বন্দ্বটাই পরিপূর্ণরূপে এদের নয়। এরা একে অন্যের পরিপূরক। এই তাদের সত্যি পরিচয়। এই সম্যক্ দৃষ্টির অভাবেই একদিন বস্তু ও জড় জগতকে অস্বীকার করে মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল তার বাস্তবের ভিত্তি। আর একদিকে মন, অধ্যাত্ম ও বিষয়ীর অস্তিত্ব অস্বীকার করে কর্ণধার-বিহীন তরণীর মত মানুষ ছুটেছিল সর্বনাশের আঘাটায়। বন্দর আজিও রয়ে গেল দু'য়েরই কল্পনায়। মনকে না মেনে নিছক বস্তু, অথবা বস্তুকে বাদ দিয়ে নিছক মন, এ মাটির পৃথিবীর জন্য নয়। এ নেহাৎ অবাস্তব। বুদ্ধির সমুদ্রে তা ভেসে চললেও তাকে নিয়ে সব করা চলে না। এ দু'য়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, আছে বিরোধ, কিন্তু নেই কোনো বৈরীভাব। চলার পথে তাই বেধেছে সংঘাত, হয়েছে সংঘর্ষ। তবু তারা এগিয়ে গেছে ঐক্যের দিকে। সৃষ্টির পথে এরা যে সাথী।

আলো-ছায়া, আনন্দ-বেদনা, বিবেক-বাসনা, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, জীবন-মৃত্যু, এই বিরুদ্ধ দ্বৈতের মধ্যে একে অন্যকে পরিহার করে নিরঙ্কুশ নিঃসঙ্গ রাজত্ব করতে পারে না। আঁধারের অস্তিত্ব-বিহীনতায় জ্বলে না কোনো আলো। এই পৃথিবীর চারিদিকেই চলছে জীবন-মৃত্যুর খেলা। জীবন ঢলে পড়েছে মরণের মোহ-স্পর্শে, আবার মরণের আবরণ ভেদ করে জীবন প্রকাশ পাচ্ছে নতুন ছন্দে। মৃত্যুর শান্তিময় কোলে জীবনের সমাপ্তি। মৃত্যুর দেশের ওপর দিয়েই জীবনের রাজপথ। মরণের মাঝেই জীবন পায় তার কামনার শান্তি, আবার জীবনেই মরণের মুক্তি তার সার্থক্য। কামনা-বাসনার নির্মূল বিনাশ বুদ্ধির লক্ষ্য নয়, ওদের শাসনে, ওদের রূপান্তরেই তার সত্য প্রতিষ্ঠা। পরমের পথে মন্দ ক্রমেই রূপান্তরিত হয়, কামনা-বাসনার মোড় ফিরে যায়। রূপান্তরিত সত্য ছন্দ ও শক্তি লাভে এরা উত্তীর্ণ হয়

পরম ঐক্যে। গভীর ব্যথা-বেদনার পরম পরিণতি রসে—আনন্দ রসে। সংকীর্ণতায়, ক্ষুদ্রতায়, নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণায়, মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বৃহত্তের থেকে, সমগ্র থেকে। ব্যক্তি-স্বার্থে আবদ্ধ মানুষই অসত্য। সত্য সাধনায় স্বল্পকে ছেড়ে, স্বার্থকে অতিক্রম করেই সে রূপান্তরিত হয় বৃহত্তর সত্তায়। সমাজের, দেশের ও বিশ্বের সাথে এক করে, সে অনুভব করে নিজকে। মহান ঐক্যবোধে সে-ই সত্য। ভূমার আনন্দ, অন্তরের ছন্দ, বাজে বিশ্ব চেতনায়, উদ্বুদ্ধ ক্ষুদ্র আমিত্বে। ক্ষুদ্রত্ব ত্যাগ করে, সংকীর্ণতা পরিহার করে অহঙ্কারকে ডুবিয়ে দিলে, ব্যক্তি-স্বার্থকে বিলিয়ে দিলেই না পাওয়া যাবে বড়কে, বৃহৎকে। বৈপরীত্যের সমন্বয়ে মিলবে সেই পথের সন্ধান। এই সংশ্লেষণ নিয়ে যাবে মানুষকে তার বিচ্ছিন্ন জগৎ হতে সত্যের পরিপূর্ণ রূপের আঙিনায়—অনন্তে। এই আনন্দের দেশেই কি পথের শেষ? আলো-আঁধার, জীবন-মৃত্যু, ভাল-মন্দ, সকল দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান? বিরোধ বিচ্ছেদের সাগর পাড়ি দিয়ে এইখানেই কি তরী থেকে তীরে ওঠা? আনন্দ দুঃখের চরিতার্থতায়, তার নিবৃত্তিতে নয়। আঁধার, মৃত্যু, দুঃখকে স্বীকার করেই মানুষ উপলব্ধি করে পরিপূর্ণ প্রেমের—একদিকে মিলন, অপরদিকে বিচ্ছেদ; একদিকে মুক্তি, অন্যদিকে বন্ধন। রূপ ও রস, শক্তি ও সৌন্দর্য্য আছে এই প্রেমে, আছে সুমিত আর অমিতের কোলাকুলি, বিশ্ব আর বিশ্বাতীতের মিতালি। বিশ্বকে বাদ দেওয়ার কোন কথা এখানে ওঠে না, আর বিশ্বাতীতের জন্যও স্থানাভাব নাই। সকল বিরোধের মাঝেও মানুষ পথ ছেড়ে দেয় শান্তকে, মন্দের মধ্যেও খোঁজে কল্যাণকে। বিচিত্রের মধ্যে একের প্রকাশ, তাই মানুষকে এত মুগ্ধ করে।

কিন্তু এখানেও পথের শেষ নয়। এ কথা ভুললে চলবে না যে—চলাটাই হলো অমৃত লাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল। চেয়ে দেখ সূর্যের ঐ আলোক-সম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হ'তে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, তবে দুঃখ-আঘাত মৃত্যুর ভয়ে ত্যাগ করে পালাবে কেমন করে?

নিজকে যাতে করে উপলব্ধি করা যায় তাতেই আনন্দ। নিজের পরিবেশ

সম্বন্ধে মন যখন সচেতন তখনই যে নিবিড় করে পাওয়া যায় নিজকে। তার ব্যাকুলতা, অতৃপ্তি, চাওয়া, পাওয়ার অসামঞ্জস্যের রস-ঘন প্রকাশই তো কবিতা। আনন্দ রসের অনুধাবনে, উদ্‌ঘাটনে নয়। তাত্ত্বিকের অনুসন্ধিৎসা উদ্‌ঘাটনে মেটে। তাতে তার গৌরবও বাড়ে। অনুধাবনের নূতনত্বের বাঞ্ছনীয় যে আনন্দ তা কবির। অভাব হলেই অবসাদ এসে আচ্ছন্ন করে দেয়। না-তেই দুঃখ। যেখানে দুঃখ সেখানেই রয়েছে অনিষ্টের আশঙ্কা। তাই মানুষ এড়িয়ে চলতে চায় দুঃখকে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখাতীতকে পেতে হলে দুঃখকে যে পার হতেই হবে। তাকে বাদ দেওয়ার কোন সুযোগই যে নেই। দুঃখের মাঝেই যে নিজকে একান্ত করে পাওয়া যায়, তাই দুঃখও আনন্দকর। দুঃখ যখন আসে আপনার সম্বন্ধে ধারণা যে আর অস্পষ্ট থাকে না। দুঃখ পরিপূর্ণ ভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দেয় নিজের যথার্থ রূপ। এ ভাল লাগে না নিশ্চয়ই। কিন্তু একে তো অস্বীকার করা চলে না। তা হলে নিজের স্বরূপটি থেকে যাবে অজানা, বঞ্চিত করা হবে নিজের স্বভাবকে, সঙ্কুচিত করা হবে নিজের প্রকাশকে। সে তো মৃত্যুরই অন্য নাম। আদর্শবাদী দুঃখকে দেখে এই দৃষ্টিতে। দুঃখের সাথেই আনন্দ রয়েছে জড়িয়ে। চরম বেদনা রূপান্তরিত হতে পারে পরম আনন্দে। এই জন্যই তো দুঃখের পথে বাজে তূর্য। আলো ছায়ার মত একই ছন্দ, একই স্পন্দন ওদের মধ্যে, দুঃখ ও আনন্দের মধ্যে। একের কঠিন আঘাতের মধ্যে অন্যের গভীর সুরও ঝঙ্কৃত হয়। দুর্যোগে দুয়ার যখন ভাঙ্গে তখনই দেখা দেয় আলো জ্যোতির্ময়। নিমেষেই যেন সব যায় বদলে। বৈপরীত্যের বক্ষ বিদীর্ণ করেই আনন্দের আলোর প্রকাশ পথ। গভীর শোকে আনন্দ-রসাপ্লুত হয়েই বাল্মীকি রচনা করেছিলেন রামায়ণ। জাগতিক দুঃখ-কষ্টকে আপন করে, আত্মীয় করে নেবার শক্তি বলিষ্ঠতারই পরিচায়ক। এতো জীবনের যুদ্ধের শুধু মাত্র স্বীকৃতি নয়। জীবন-রচনায় এদের অবদান, এদের স্থান যে কত উঁচু তারই সহজ সুন্দর নির্দেশ। এর তুলনা কোথায় ?

সমাজের কল্যাণের দিকে ওদের নেই কোন দৃষ্টি, ব্যক্তিগত মুক্তিই যে ওদের

পরম কাম্য। ত্রিতাপ-দগ্ধ-সংসার-বন্ধন হতে পরিত্রাণের ব্যাকুলতায় সামাজিক কল্যাণকর কাজ-কর্ম হতে তাই তারা নেয় অবসর।

আত্ম-কেন্দ্রিক মুক্তি-ধ্যানের দিকেই তাদের সাধারণতঃ আকর্ষণ। এমন আরো কত কি যে বলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তাদের বিরুদ্ধবাদী সম্পর্কে। কিন্তু আদর্শবাদীর কথা ক্ষুদ্র আমিত্ব থেকে মুক্তিই মোক্ষ। এ মুক্তি সকলেরই লক্ষ্য। ব্যক্তির, সমাজের, রাষ্ট্রের। প্রত্যেক দেশ ও জাতির মুক্তির জন্যই নির্দেশ কর্মযোগের। সামাজিক লোকের, সংসারীর এই পথই একমাত্র পথ।

আমাদেরকে বুঝতে হবে কর্মযোগ কি ? যোগঃ কর্মসু কৌশলম্। কোন কিছু সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হলে তার জন্য প্রয়োজন কৌশল। যা করতে হবে কেবল সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেই চলবে না, কি ভাবে করতে হবে সেই উপায়ের প্রয়োগ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। নইলে লক্ষ্য চিরদিনই আমাদের থেকে দূরে রয়ে যাবে। কর্মকৌশলের প্রধান কথা অহংকার ছাড়তে হবে। আত্মাভিমান না গেলে, ব্যক্তিগত স্বার্থের কামনা নাম-যশ-আকাংক্ষা চোখের জলে ডুবিয়ে দিতে না পারলে কোন মহৎ কর্মই সম্পন্ন হতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থের সূত্র ছিন্ন করলে যে লক্ষ্য সম্বন্ধে উদাসীন অমনোযোগী হতে হবে এমন কখনো নয়। উদ্দেশ্য-শৈথিল্য চলবে না। লক্ষ্য থাকবে স্থির অচঞ্চল। সাফল্য অসাফল্যের দিকে দৃক্‌পাত না করে এগিয়ে যেতে হবে কর্মের উদ্দেশ্যের দিকে। লোক-সংগ্রহ, সমাজ-কল্যাণই যে সকল কর্মের উদ্দেশ্য। কর্ম যদি বন্ধন হয় তবে বাঁধন দিয়েই বাঁধন কাটতে হবে। কর্ম দিয়েই কর্ম ছেদন হয়। এই তো শাস্ত্রের কথা। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন ও সম্পূর্ণ অনাসক্তি আদর্শবাদীর জীবন-দৃষ্টি ও কর্ম-কৌশলের পরিচয়। কর্মের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে গেলে বিশ্বের গতি-চক্রে ঘূর্ণনই সার হয়। এমন কর্মী, জগত অথবা কর্ম কোন কিছুরই মর্ম গ্রহণ করতে পারে না। বিজ্ঞানী জগত-ব্যাপার থেকে পৃথক্ করে নেয় নিজকে। তা হলেই বিশ্বের অন্তস্তলের গতি ও স্পন্দনের সাথে সত্য পরিচয় লাভ সম্ভব হয়। সমতল ভূমিকে যদি অখণ্ডরূপে তার সত্য স্বরূপে দেখতে হয় তবে

তা করতে হবে সমতল ভূমির ঊর্দ্ধ থেকে। মায়ের সাথে নাড়ীর বিচ্ছেদ ঘটলেই শিশু মাকে পায়। মায়ের দেহের অভ্যন্তরে যখন শিশু থাকে জড়িয়ে, তখন সে মাকে পায় না। মা থেকে পৃথক্ হয়ে, আলাদা হয়েই সত্যি করে জানা যায়, পাওয়া যায় মাকে। তেমনি কর্মচক্র থেকে আলাদা হয়ে, নিরাসক্ত হয়ে সত্যি-কারের কর্মী হতে হবে। কর্ম-পাক থেকে যে কর্মী নিজকে এমনি বিমুক্ত বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি কর্ম-কৌশল তার আয়ত্ত হয়নি; কর্মের অধিকারও তার জন্মেনি। এমন কর্মীর কাজ অকর্ম। ক্ষমতার লড়াইর গোড়ার একটা হদিস্ মেলে এখানে, অহং প্রতিষ্ঠার হীন প্রয়াস। সংঘর্ষ চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দলে দলে ক্ষমতা নিয়ে। দলীয় স্বার্থ ও প্রাধান্য রক্ষার জন্য বলি হয়ে যায় উদ্দেশ্য। শুধু আত্মাভিমানের খোরাকের জন্য এক জাতি অন্য জাতির ওপরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় মত্ত হয়। মানুষের মুক্তি চাই এই জঘন্য বিকৃতি থেকে, আত্ম-ধ্বংস থেকে। এর জন্যই চাই নিরাসক্ত দৃষ্টি, নিরহংকার চিত্ত। তবেই না কর্মের ওপরে প্রভুত্ব স্থাপন সম্ভব হবে।

চক্ষুর উন্মীলন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

আমাদের প্রচলিত গুরু প্রণামে একটি মন্ত্র আছে, তাহা এই—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে যিনি অজ্ঞান-তিমিরান্ধ ব্যক্তির নেত্রকে জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকার দ্বারা খুলিয়া দেন তিনিই গুরু, তাঁহাকে প্রণাম। এখন কথা এই—এই অজ্ঞান তিমির বস্তুটি কি—উহার দ্বারা অন্ধ হওয়া বলিতে কি বুঝায় এবং জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকার দ্বারা ঐ অজ্ঞানতিমিরকে অপসারিত করা ইহারই বা অর্থ কি—কে ইহা করেন এবং এই কার্য্যের ফলই বা কি—এই প্রশ্ন কয়টির সদুত্তর জানিতে পারিলে এবং তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলে গুরুর মহিমা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে অনাদিকাল হইতে জীব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। জীব স্বরূপতঃ বস্তুতঃ শিবস্বরূপ হইলেও সে তাহার এই নিত্যস্বরূপ সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। দ্বৈতবাদ অথবা অদ্বৈতবাদ উভয় পক্ষের দৃষ্টিকোণ হইতেই জীবের এই অনাদি অবিদ্যা-সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। কেন যে এই সম্বন্ধ সংঘটিত হইল তাহা বুদ্ধিজীবী মনুষ্যের পক্ষে বিচারের দ্বারা নির্ণয় করা কঠিন। নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পাওয়া যায় এবং এই সকল উত্তর ভিন্ন হইলেও তত্ত্ব দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু উহার আলোচনা এই প্রসঙ্গে অনাবশ্যক।

আত্মা স্বরূপতঃ অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ, তাহাতে অনন্ত শক্তি অভিন্নরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সংক্ষেপতঃ এই সকল শক্তিকে জ্ঞান ও ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া

যাইতে পারে। অতএব জ্ঞান ও ক্রিয়ার যেটি অভিন্ন পূর্ণরূপ তাহাই বিশুদ্ধ চৈতন্যশক্তি, কিন্তু জীবরূপী আত্মা এই বিশুদ্ধ শক্তির স্ফুরণ অনাদিকাল হইতে না পাওয়ার দরুণ অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিরূপে সংসারী সাজিয়া মায়িক জগতে নিজ নিজ অধিকার অনুরূপ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। চৈতন্যশক্তি লুপ্ত না হইলেও লুপ্তবৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। কুণ্ডলিনীর নিদ্রাবস্থা ইহারই নামান্তর। এই শক্তিকে প্রবুদ্ধ বা জাগ্রত করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, কারণ এই শক্তি জাগ্রত হইলেই জীব জীবভাব হইতে মুক্ত হইয়া শিবভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়।

কুণ্ডলিনী শক্তি প্রতি মনুষ্যের দেহে মেরুদণ্ডের নীচে নির্দ্দিষ্ট স্থানবিশেষে সুপ্ত হইয়া আছে। জাগতিক কোন কর্ম্মের দ্বারা, এমন কি অলৌকিক পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিলেও, এই শক্তিকে প্রকৃষ্টরূপে জাগাইবার সামর্থ্য জন্মে না। যোগশাস্ত্রের প্রারম্ভিক যাবতীয় সাধনা এই শক্তিকে জাগাইবার জন্যই অভিপ্রেত। এই শক্তির জাগরণ সাধারণতঃ ক্রমশঃই হইয়া থাকে, কদাচিৎ কাহারও অক্রমেও ঘটিতে পারে। যাহাকে সাধারণত: ষট্‌চক্রের সাধনা বলা হয় তাহা প্রকৃত পক্ষে এই শক্তিকে জাগাইয়া উহাকে ঊর্দ্ধমুখী করার সাধনা। শক্তির এই ঊর্দ্ধমুখী প্রগতি চক্রের পর চক্র ভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধস্থলে বিন্দুতে যাইয়া নিবৃত্ত হয়। ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির সাধনা ইহারই ন মান্তর। এই সাধনা সম্যক্‌প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সাধক বিন্দুস্থান অধিকার করিতে পারে। তখন মাধ্যাকর্ষণ থাকে না, কর্ম্ম সংস্কারের আবরণ তিরোহিত হইয়া যায় এবং অস্ফুটভাবে হইলেও ঊর্দ্ধ আকর্ষণের ক্রিয়া অনুভূত হইতে আরম্ভ হয়।

প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, আত্মা তখন অবিদ্যা সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধবিদ্যালাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই শুদ্ধবিদ্যাই চৈতন্য শক্তির উন্মেষ যাহা গুরু কৃপায় জীব যথাসময়ে অনুভব করিতে পারে। গুরু প্রণামে যাহাকে চক্ষুর উন্মীলন বলা হইয়াছে তাহা জীবের সম্যক্‌জ্ঞানরূপী চক্ষুর উন্মীলন বলিয়া বুঝিতে হইবে। যিনি এই দিব্য জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু। এই চক্ষুর উন্মীলন করিবার জন্য তাঁহাকে তৎকালে বিরুদ্ধ শক্তির

আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই শক্তি অবলম্বন করিয়া সাধককে অবিদ্যা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইতে হয় এবং অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যা বা জ্ঞান হইতেও মুক্তিলাভ করিতে হয়।

অবিদ্যা হইতে মুক্ত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে উন্মীলিত তৃতীয় নেত্রের উজ্জ্বল ছটা স্পষ্টভাবে দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ পাইতে থাকে।

বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানই জ্ঞানাঞ্জনশলাকা—ইহা শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু জীবাত্মাকে অনুগ্রহ করিবার সময় তাহাতে সঞ্চার করিয়া থাকেন।

অজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ নিজ আত্মা হইতে ভিন্নরূপে জগৎকে দেখা, কিন্তু বস্তুত: জগৎ নিজ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে—উহা আত্মারই তিরোহিত প্রকাশমাত্র। যখন সদ্‌গুরুর অনুগ্রহে শুদ্ধ জ্ঞানের অঙ্কুর হৃদয়ে রোপিত হয় তখন যোগীর দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বোধ থাকে না। প্রতি বস্তুই তখন প্রথমে নিজ সত্তা হইতে বিসৃষ্ট অংশ মাত্র রূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব তখন শিবরূপী আত্মার শক্তিরূপ ধারণ করে—ইহারই নাম দিব্য চক্ষুর উন্মীলন এবং তদ্‌দ্বারা সত্য বস্তুর নিরীক্ষণ।

কিন্তু এই মহান পরিবর্ত্তন কখনই সম্ভব হইতে পারে না যদি গুরুরূপী আত্মা নিজ শক্তির দ্বারা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া উহাকে উর্দ্ধমুখে প্রেরণা না করেন। ভেদজ্ঞান কাটিয়া গেলে প্রতি বস্তুর সহিত ব্যক্তিগত অভেদজ্ঞান জাগে বলিয়া সমগ্র বিশ্বকে নিজের অভিন্ন স্বরূপ বলিয়া মনে হয়, ইহাই প্রেমের অভিব্যক্তি। ইহারও মূল পূর্ব্বোক্ত গুরুকৃপা সংজাত অভেদ দৃষ্টির উন্মেষ। সুতরাং মল পরিপক্ক হইলে গুরু কৃপার উদয় হউক অথবা গুরুকৃপার আবির্ভাববশত: মল পরিপক্ক হউক, যে কোন প্রকারে প্রজ্ঞাদৃষ্টির উন্মীলন হইলেই ব্রহ্মস্বরূপ এই মহাজ্ঞানের উদয় হয় যাহার ফলে জীবন্মুক্তি স্বভাবতঃ ফুটিয়া উঠে। ইহাই জীবনের চরম সফলতা এবং ইহার প্রাপ্তির মূলে শ্রীগুরুর অনুগ্রহ। গুরুর মাহাত্ম্য ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে।

আনন্দম্

শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি

জন্ম হবার আগে মোরে
কোথায় রেখেছিলে ?
সাগর-ভরা তরঙ্গে, না
শান্ত সুদূর নীলে ?

তোমার বুকের দোলায় দুলে
কতোই জনম রইনু ভুলে,
তোমায় জানা হয়নিকো তাই
বিশাল এ-নিখিলে।

আজ-ও আমার বক্ষে নাচে
অশান্ত সেই দোলা ;
তোমার স্মরণ-মণির-মালা
সহজ কি তাই ভোলা।

বুকের তালে রক্তধারায়
দোল দিয়ে সে কোথায় হারায় ;
খেলার ছলে আমার যে-ধন
ফিরিয়ে আমায় দিলে।

জ্ঞান ও কর্ম

ডাঃ নলিনী ব্রহ্ম

শাস্ত্র বলিতেছেন "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি।" কর্মের ফল ভোগ না করা হইলে শতকোটি কল্পেও কর্ম ক্ষয় হয় না। কিছুতেই কর্মের ফল-ভোগ হইতে অব্যাহতি নাই—কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। আবার সব উপনিষদের সার শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবান বলিতেছেন ঃ

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে যেমন ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ হে অর্জ্জুন, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্মসাৎ করে। জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে অনাদিকাল-সঞ্চিত সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত হইয়া যায়। একবার পরমার্থ-জ্ঞানের উদয় হইলে আর কোনও কর্মের ফল ভোগ করিতে হয় না। এই শ্লোকের টীকায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে "সর্ব্বকর্মাণি" বলিতে "প্রারব্ধব্যতিরিক্তানি সর্ব্বকর্মাণি" অর্থাৎ প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত হইয়া যায়। কর্ম তিন প্রকার—সঞ্চিত, প্রারব্ধ বা ক্রিয়মাণ এবং আগামী। জ্ঞানের উদয় হইলে সঞ্চিত এবং আগামী কর্মের ধ্বংস হয়, কিন্তু প্রারব্ধ অর্থাৎ যে কর্ম ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার নাশ হয় না। ইহা লইয়া বহু বিচার আছে। 'সর্ব' পদে সমস্ত কর্ম না বুঝাইয়া কেন প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য সমস্ত কর্মকে বুঝাইবে তাহার কারণ বুঝা যায় না। জ্ঞান যদি প্রারব্ধ কর্মকে ক্ষয় না করিতে পারে তাহা হইলে জ্ঞান যে কোনও কর্মকে নাশ করিতে পারে তাহারই বা প্রমাণ কি? শঙ্করাচার্য্য নিজেই অন্যত্র বলিয়াছেন যে অজ্ঞজনকে বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্রে প্রারব্ধকর্মের কথা বলিয়াছেন। বাস্তবিক প্রারব্ধ বলিয়া কিছুই নাই। জীবন্মুক্তের যদি প্রারব্ধকর্মের

অধীনতা থাকে তাহা হইলে তাঁহার মুক্তি হইল কিরূপে? কর্মের বন্ধন তাঁহার কাটিল কৈ? প্রারব্ধের ফল জীবন্মুক্তের ভোগ করিতে হয় কি না এই বড় প্রশ্নের বিচার করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমার "Philosophy of Hindu Sadhana" গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। এখানে আমি শুধু সর্ববাদিসম্মত বিষয়টির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন—সকলেই কর্মফলে একান্ত বিশ্বাসী। কর্মের ফল ভোগ করিতেই হয়, কাহারও কর্মফল ভোগ না করিয়া নিস্তার নাই, ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। অথচ জ্ঞান যে সঞ্চিত কর্ম নাশ করে এবং আগামী কর্ম জন্মিতে দেয় না ইহাতে সকলেরই সম্মতি আছে। কিন্তু ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? জ্ঞানের দ্বারা কর্মক্ষয় হয় কিরূপে? ইহাই একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কর্মের জন্য প্রয়োজন কর্ত্তা, কর্ম ও ক্রিয়া। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে কর্ত্তা, কর্ম ও ক্রিয়ারূপ ত্রিপুটির বিলয় হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে 'আমি কর্ত্তা' এই বোধ থাকিতে পারে না। দেহাত্মবোধ না থাকিলে 'আমি কর্ত্তা' এই বুদ্ধি থাকে না—সুতরাং কোন কর্ম সম্পন্ন হইতে পারে না। দেহের দ্বারা নিষ্পাদ্য কোনও ক্রিয়াও হইতে পারে না, চিন্মাত্র আত্মার বোধ হইলে কর্ত্তৃত্ব বোধ থাকিতে পারে না। 'অহঙ্কার' হইতেছে চিৎ ও অচিৎ এই দু'য়ের গ্রন্থি হইতে উদ্ভূত। সুতরাং চিন্মাত্র আত্মার বোধ হইলে 'অচিৎ'এর সহিত এই চিৎস্বরূপের সম্বন্ধ হইতে পারে না, তাই অহং-বুদ্ধির উদয় হয় না। অহঙ্কারের অভাবে কর্ত্তৃত্ববোধ আসিতে পারে না। তাই জ্ঞানীর কর্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এখন প্রশ্ন হয়, জ্ঞানের উদয়ের পরে না হয় কর্ম না হইল, কিন্তু জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে যে সব সঞ্চিত কর্ম ছিল তাহার ফলভোগ হইবে না কেন? জ্ঞান সেই সব সঞ্চিত কর্মকে নাশ করিবে কিরূপে? একটি সহজ উদাহরণের দ্বারা এই কথা বুঝিবার চেষ্টা করিব। এখনকার বিচারালয়ে কোনও আসামীকে দণ্ড দিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন আসামীর বুঝিবার শক্তি যে সে অপরাধ করিয়াছে এবং ঐ অপরাধের জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইতেছে। যদি আসামী বিকৃত-

মস্তিষ্ক হয় তবে তাহার প্রতি দণ্ডাদেশ দেওয়া চলে না। আসামীকে বুঝিতে হইবে যে সে অপরাধ করিয়াছে এবং সেই অপরাধের জন্য তাহার প্রতি দণ্ডাদেশ হইতেছে। যদি কোনও খুনী আসামী বিকৃত মস্তিষ্ক হয় তবে তাহার বিচার চলে না এবং যতদিন পর্য্যন্ত সে পুনরায় সুস্থ-মস্তিষ্ক না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বিচার স্থগিত থাকে। এখানেও এই দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাপারটি বুঝা যাইবে। জ্ঞানীর দেহাত্মবুদ্ধি নাই, তিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি কিছুর সঙ্গেই তাঁহার অভেদ দেখতে পান না। তিনি এ সকল হইতেই ভিন্ন বলিয়া নিজেকে দেখেন। তাহা হইলে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি যাহা করিয়াছে তাহার জন্য তিনি ফলভোগ করিবেন কেন? খুন করিল একজন, ফাঁসি হইবে আর একজনের, ইহা কি যুক্তিযুক্ত? তাই মানুষ যেদিন প্রকৃত জ্ঞানী হন, সেদিন তাঁহার সব বন্ধন কাটিয়া যায়, তিনি দেহ ধারণ করিয়া থাকিলেও তিনি মুক্ত। কোনও কর্ম্মের লেপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না, তিনি দেখতে পান যে আত্মা চিরদিনই মুক্ত। আত্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, মন নহে, বুদ্ধি নহে, সুতরাং আত্মা সমস্ত কর্ম্ম হইতে ঊর্দ্ধে। তাই জ্ঞানীকে কোনও কর্ম্ম লেপ দিতে পারে না। কি সঞ্চিত, কি বর্ত্তমান, কি আগামী কোনও কর্ম্মই তাঁহার থাকিতে পারে না। তিনি কর্ম্ম করিয়াছিলেন এই বুদ্ধি তাঁহার না আসিলে তিনি কেমন করিয়া ঐ কর্ম্মের জন্য দায়ী হইবেন? আত্মা কোনও দিন কিছুই করেন না—আত্মার কর্ম্ম নাই। তাই জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই, কর্ম্মলেপ নাই, কর্ম্মফল নাই। তিনি কর্ম্মের ঊর্দ্ধে সর্ব্বদা অবস্থিত। শ্রীশ্রীমা যে বলেন "আমি কোথায়ও যাই না, কোথায়ও কিছুই খাই না", এ সব কথাই যে পরম সত্য—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

মাতৃসঙ্গে সত্যানিল

নয়

ভাইজীর বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন

মা ব'লে থাকেন মাকে যে যেমন বাজায়, মা তেমনি বাজেন।* কিন্তু এবার বিন্ধ্যাচলে দেখলাম মাঝে মাঝে ভাইজী প্রসঙ্গে মা যেন আপনি-ই বেজে বেজে উঠতেন; কার-ও বাজাবার অপেক্ষা রাখতেন না। এখানকার পরিবেশ এতোই অনুকূল ছিল।

একদিন মা ভাইজী-চরিত্রের একটি বিশেষ দিক বর্ণনা করলেন—তাঁর তীব্র বৈরাগ্য এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন। এককালে Mr. J. C. Roy, I. S. O. ছিলেন ইংরেজ আমলের বড়ো অফিসার। আহারে ও পরিচ্ছদে ছিল তাঁর আভিজাত্যের পরিচয়। কিন্তু সংসার ত্যাগ ক'রে মায়ের জ্যোতিষ যখন মায়ের সঙ্গে দেরাদূন অঞ্চলে ছিলেন, তখন ভাইজীর ছিল নিষ্কিঞ্চন ভিক্ষুর ধারা। তখন তাঁর গায়ে জামা থাকতো না, কাপড়খানি ছিল হাঁটু পর্য্যন্ত।

একবার ভাইজীর খেয়াল হল—জুতা পরা ছেড়ে দিলেন। গোরক্ষপুরে গাড়ী বদলের সময়ে গাড়ীতে তাঁর জুতা প'ড়ে রইল, যখন জুতার কথা মনে পড়ল, তখনো জুতা আনবার সময় যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে-জুতা নিয়ে আসবার খেয়াল ভাইজীর

---

* ১১।১০।৬০ তারিখে দেরাদূনে শ্রীশ্রীমাকে এই রচনা শোনানো হয়েছিল। প্রথম লাইনে "মা তেমনি বাজেন"—এই অংশটুকু শুনে মা বললেন "কথাটা এই রকম বলা হয়—যে যেমন বাজায়, সে তেমনি শোনে।" মায়ের অট্টহাস্য থেকে বোঝা গেল যে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীটি ছিল মূলতঃ ভ্রান্ত। মা বললেন—"প্রথমে-ই ফেল!" মায়ের পরিহাসটি পরম সুমধুর। বাস্তবিক "বাজানো" ব্যাপারটি জীবের সৃষ্টি; সেই "বাজানো"-র তারতম্য অনুসারে ব্রহ্ম বস্তুর কোনও পরিবর্ত্তন ঘটেনা। সচ্চিদানন্দময়ী মা এক-ই; জীব-দৃষ্টিতে তিনি বিচিত্ররূপিণী—যে যেমন বাজায়, সে তেমনি শোনে।

হ'ল না। তখন থেকে আরম্ভ হল ভাইজীর নগ্নপদবৃত্তি। ঠাণ্ডায়, পাহাড়ে দেশে চলাফেরা করে তাঁর পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেতো, ফুলে উঠতো। তাতে ভাইজীর কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মা বললেন কিছুকাল পরে ভাইজী আবার জুতা পরা আরম্ভ করেছিলেন।

এ কি রকম হ'ল? ভাইজীর মতন মানুষ একবার সংকল্প ক'রে সে-সংকল্পকে ত্যাগ করলেন! এর কারণ কি? "আতুরে নিয়মো নাস্তি"—এই নীতিতে কি ভাইজী জুতা পরে শারীরিক কষ্ট দূর করলেন? কিন্তু শারীরিক কষ্টকে যে ভাইজী গ্রাহ্য করবেন তা তো মনে হয় না! তবে কি ভাইজীর ক্ষতবিক্ষত পা দেখে হয়তো বা মা মনে মনে ব্যথা পেয়েছিলেন ব'লে তিনি জুতা পরলেন? তা-ও তো ঠিক মনে লাগছে না। ভাইজীর শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মা কি আর মনে মনে ব্যথা পেয়ে থাকবেন? যাকে মা কষ্ট দিতে চান, তাকে তো কষ্ট-ই দেন। কষ্ট সহ্য করবার শক্তি দিয়ে, মা নির্ম্মমভাবে তার কষ্টের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেন। এই রকম দেওয়াতে-ই যে মায়ের বিশেষ কৃপা, ভাইজী তা বিলক্ষণ জানতেন। নিগ্রহ-কৃপাকে তিনি ভীতির চোখে দেখতেন না।

ভাইজীর নতুন করে জুতা পরার কারণটি মায়ের মুখ থেকে-ই অবশেষে শুনলাম—ভাইজী জুতা ধরলেন তখনই, যখন তিনি নিঃসংশয়ে বুঝলেন যে এমন একটি অবস্থাতে তিনি পৌঁছেছেন যেখানে জুতা পরা আর জুতা না পরার মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। সাধারণ জীবের পক্ষে জুতা পরার সুখটি আপেক্ষিক সুখ—অর্থাৎ ঐ সুখ জুতার অপেক্ষা রাখে; জুতার অভাবে ঐ সুখের আস্বাদন হয় না। তেমনি, সাধারণ জীবের পক্ষে জুতা না থাকলে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য এবং ক্লেশ বোধ হয়; জুতা পরলে তার উপশম হয়। ভাইজী এই দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে উঠে তখন বুঝলেন জুতা পরা আর না পরা তাঁর কাছে সমান।

মায়ের কথায় মনে হল ভাইজীর পাদুকা-পরিত্যাগে-ও মায়ের অনুমোদন ছিল এবং অবশেষে তাঁর পাদুকা-গ্রহণে-ও মায়ের অনুমোদন ছিল।

ভাইজীর নগ্নপদ যখন ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যেত, সেই দৃশ্য দেখে আমাদের

পাষাণী-করুণাময়ী মা খুশী হ'তেন কি ব্যথা পেতেন—মায়ের কথা থেকে তা' ঠিক বোঝা গেল না।

দশ

বাসাংসি জীর্ণানি

রক্তমাংসের শরীরটা যে জীর্ণবস্ত্রের মতো একদিন চলে যাবে-ই,—এ কথা ভাইজী উপলব্ধি করেছিলেন। সেই জন্য তিনি শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে ছিলেন একেবারে উদাসীন ; এমন কি নিজের শরীরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ছিলেন একেবারে নির্ব্বিকার। তারাপীঠে একবার ভাইজী মাকে বলেছিলেন তাঁর (ভাইজীর) নিজের শরীর থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি ? ভাইজী মাকে একথাও বলেছিলেন যে ইচ্ছা করলে তাঁর (ভাইজীর) শরীর শেষ করা-ও তো যায়। মা তার কী উত্তর দিয়েছিলেন সে-কথা বিন্ধ্যাচলে মায়ের মুখে শুনেছিলাম, কিন্তু মায়ের ভাষা মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে, মা ভাইজীকে বলেছিলেন "আচ্ছা দেখি কি রকম হয়।"

তারপরে ভাইজী অলৌকিক শক্তির বলে নিজের শরীরকে এমন একটি অবস্থাতে এনে ফেলেছিলেন যে, তাঁর লক্ষণ দেখে উপস্থিত সকলে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। তখন স্বামী অখণ্ডানন্দ (ভূতপূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জন শ্রীশশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়) মনে করেছিলেন বুঝি বা ভাইজীর দেহান্ত হয়ে গেল। মা বললেন ভাইজীর প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধগতি মায়ের দৃষ্টিতেও লক্ষিত হয়েছিল। সেই সময়ে মা ভাইজীর অঙ্গ স্পর্শ করে "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করলেন এবং অট্টহাস্য করলেন। মায়ের সেই অট্টহাস্য শুনে পাশের ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা মনে করেছিলেন সব বুঝি শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু মায়ের ইচ্ছা না হলে কোনও জিনিস শেষ হয় না, কোনও জিনিস আরম্ভও হয় না। মায়ের কৃপায় সে-যাত্রা ভাইজীর প্রাণরক্ষা হ'ল। মায়ের ইচ্ছায় ভাইজীকে জীবের কল্যাণের জন্য আরও কিছুদিন ধরাধামে থাকতে হয়েছিল।

ভাইজীর নিজের দেহের প্রতি মমতা ছিল না। আয়ু শেষ হয়ে গেলে তাঁর দিক থেকে কোনও আপত্তি ছিল না। তাঁর প্রাণবায়ু যখন কণ্ঠাগত, তখন মা ভাইজীর পুনর্জন্ম ঘটালেন। মায়ের ব্যবস্থাই ভাইজী হাসিমুখে গ্রহণ করলেন।

পাদুকা পরিত্যাগব্রত উদ্‌যাপনের পর ভাইজী যেমন পরিধানেরও উর্দ্ধে উঠেছিলেন, পরিত্যাগেরও উর্দ্ধে উঠেছিলেন, তেমনি মায়ের দেওয়া পুনর্জন্মের পরে ভাইজী সমভাবে বাঁচা ও মরার উর্দ্ধে উঠেছিলেন বলে মনে হয়। মৃত্যুকে যে ভয় করে না, তার পক্ষে শরীর থাকাও যা, শরীর না থাকাও তাই।

এগারো

ভাইজীর ধ্যান ধারণা

মা একদিন বললেন, "আসনে ব'সে জ্যোতিষের ধ্যান ধারণার ব্যাপারটি খুব বেশী ছিল না, যেটুকু ছিল একেবারে গোপনে।" অধিকাংশ সাধককে দেখা যায় সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে পূজা জপ ধ্যান ইত্যাদি করেন। সেই সময়টিতে ভাইজীকে দেখা যেত কাগজপত্র নিয়ে মহা ব্যস্ত। চিঠিপত্র এবং বই লেখা— এই ছিল তাঁর প্রকাশ্য প্রোগ্রাম। আসল জপ ধ্যান অখণ্ড ভাবে চলতো মনের মধ্যে অন্তঃশীলা ফল্গুধারার মতো। বাইরের কোনও বিঘ্ন সেই জপধ্যানের একাগ্রতা এবং গভীরতাকে কখনো ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। প্রত্যেক জাগতিক কাজকে-ও মায়ের চরণে নিবেদন করতেন বলেই ভাইজীর জীবনব্যাপী কর্ম্মকলাপ দিনের পর দিন তাঁকে মায়ের দিকেই এগিয়ে দিয়েছে।

সাধন-ভজন ভাইজী যা' কিছু করতেন, সে সব গোপনে, গভীর রাত্রে। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।" মা বললেন:—"তোমরা জ্যোতিষের দেরাদূনের ব্যাপার জানো তো?" আমরা বললাম:—"না।" তারপরে, কোনও কথা উচ্চারণ করবার আগেই মা হাসতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে মা শুয়ে ছিলেন, হাসতে হাসতে উঠে বসলেন। হাসির বেগে মায়ের মুখচোখ লাল হয়ে গেল, ঘন ঘন কাশি আরম্ভ হল এবং শেষে চোখ দিয়ে দুই এক

ফোঁটা জল-ও গড়াচ্ছে মনে হ'ল। মায়ের হাসির লীলা উদ্‌যাপন হওয়ার পরে আরম্ভ হ'ল মায়ের মুখে ভাইজীর দেরাদুনে ভজন কাহিনী।

সে অনেক দিনের কথা। মা তখন দেরাদুনে আনন্দ চকে একটি দেবালয়ে বাস করতেন। মাঝখানে একটি প্রাঙ্গন। দুই প্রান্তে দুটি মন্দির—একটি শিবমন্দির, একটি রাধাকৃষ্ণ মন্দির। শিবমন্দিরটিতে ভাইজী গভীর রাত্রে একান্তে জপধ্যান করতেন, সে-খবর কার-ও জানা ছিল না।

একদিন মধ্যরাত্রে মেঘে-ঢাকা জ্যোৎস্নার ধূসর আলোকে মনে হচ্ছিল যেন উষাকাল আগত প্রায়। রাত্রি প্রভাত হতে চলেছে এই ভ্রান্তিতে পুরোহিত মহাশয় পূজার জন্য শিবমন্দিরে এসেছেন। ভাইজী দূর থেকে যখন আগন্তুককে দেখলেন তাঁর মনে হল তাঁকে দেখে পুরোহিত হয়তো ভয় পেয়ে যাবেন এবং হোঁচট খেয়ে শিবলিঙ্গের উপর পড়ে যেতে পারেন। অবস্থা গুরুতর বুঝে ভাইজী আসন ত্যাগ করে সোজাসুজি এগিয়ে এসে পুরোহিত মহাশয়কে জড়িয়ে ধরলেন।

সেদিনের সেই ঘটনার পরে কার-ও জানতে বাকি রইল না যে সারাদিন যিনি কাগজ-কলম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, প্রকাশ্যে সাধন-ভজনের দিক দিয়ে-ও যান না, তিনি আসলে একজন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি।

বারো

"আশার নাশ-ই সর্ব্বনাশ"

এবার বিন্ধ্যাচলে ভাইজীর কথা বলে বলে মায়ের বলা শেষ হচ্ছে না। কেবল-ই মা যখন-তখন ফিরে ফিরে আসছেন ভাইজী-প্রসঙ্গে। মা বলেন, "আশার নাশ-ই সর্ব্বনাশ।" ভাইজী সেই সর্ব্বনাশ চেয়েছিলেন; সেই সর্ব্বনাশ-ই পেয়েছিলেন। ভাইজীর শেষ জীবনে স্থূলদৃষ্টিতে সমস্যার সীমা ছিল না—শরীরটি একেবারে ভাঙ্গা, পারিবারিক অশান্তি, আত্মীয়-স্বজনের কাছে কুখ্যাতি। এই সমস্ত সমস্যা কখনো ভাইজীকে বিচলিত করেনি, গন্তব্য পথ থেকে বিচ্যুত করেনি। কোনও জাগতিক সমস্যার জন্য তিনি কখনো মায়ের সাহায্য প্রার্থনা করতেন না।

তিনি মাতৃসঙ্গ চেয়েছিলেন, মাকে-ই পাবার জন্য, মাকে নিজের কোনও কাজে লাগাবার জন্য নয়। এমন কি আশ্রমের কোনও বৈষয়িক ব্যাপারে-ও ভাইজী মাকে জড়াতে চাইতেন না। মা বললেন, "জ্যোতিষ বলতো এ-সব কাজ আমরা-ই করে নিই। মাকে আর এর মধ্যে কেন টানা ?"

উপদেশ এবং আচরণ দ্বারা ভাইজী এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে হয় একমাত্র পারমার্থিক বিষয়। এই সূত্রে মায়ের মুখের একটি পুরাণো কথা মনে পড়ে ঃ—"দুঃখের তাড়নায়, কোনও স্বার্থের জন্য মাকে কোনও রহস্যময়ী আশ্রয় ভাবিও না। মনে রাখিও তিনি সকল সময়ে তোমার প্রাণশক্তির মতো তোমার অতি নিকটেই রয়েছেন।"*

মা যে অতি নিকটেই অনুক্ষণ রয়েছেন এই সত্যটি ভাইজী নিঃসংশয়ে জেনেছিলেন। ঐটুকু জানার ফলে সাধারণের পক্ষে যা' সর্ব্বনাশ বলে মনে হয় ভাইজীর চোখে তা'-ই হয়েছিল সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যার অযাচিত স্নেহের দান।

---

* মৌন-মিলনীর ৬ নং কার্ড।

মা

গোপাল *

(১)

মাগো,

এবার জনম পাইয়া ধরাতে,
পেয়েছি তোমারে আমি।
সুপ্তি ভাঙ্গিয়া ভরে দিলে চিতে,
মাতৃনাম সুধা আনি।
শিখাইলে মোরে মা বলে ডাকিতে
তোমারে লইতে চিনি।
স্থান দিলে মোরে চরণ ছায়াতে,
করুণাতে নিলে কিনি।
জানি না কেন যে, আমি না চাহিতে,
দরশন দিলে তুমি।
নিজ হতে আসি, কত না স্নেহেতে,
শোনালে আশার বাণী।
পারি নাই আমি তোমারে চিনিতে,
পারি নাই নিতে মানি।
তবু তুমি মোরে অসীম দয়াতে,
চরণে লইলে টানি।

---

* বারাণসীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺গোপালপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার পরলোক গমনের পূর্ব্বে আমাদের হাতে তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ ও কবিতার পাণ্ডুলিপি দিয়া গিয়াছেন। পাঠক পাঠিকাদের ঐকান্তিক আগ্রহে উহা ধীরে ধীরে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

—সম্পাদক।

দিও না আমারে তোমারে ভুলিতে
তুমি আছ যেন জানি।
থাকি যেন সদা তোমার সেবাতে,
নম্র বিনয়ে নমি।
ধন্য হয়েছি তোমার কৃপাতে,
ধন্য দিবস রজনী।
ধন্য হয়েছি চরণ ধূলাতে,
ধন্য হয়েছি আমি।

(২)

শান্তি ভুবনে,
শান্তি গগনে,
শান্তি বহুক পবনে।
শান্তি ভবনে,
শান্তি কাননে,
শান্তি সকল পরাণে।
শান্তি ধরমে,
শান্তি করমে,
শান্তি করুণা নয়নে।
শান্তি বচনে,
শান্তি বরণে,
শান্তি গানের ভজনে।
শান্তি আসনে,
শান্তি মননে,
শান্তি মায়ের চরণে।
শান্তি জীবনে,
শান্তি মরণে,
শান্তি মাতৃশরণে।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে আধ্যাত্মিক কাজ করিতে হয়

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৮ সন (ইং ২৯.৫.৪১) বেলা ৮টার সময় শ্রীশ্রীমা হল ঘরে আসিয়া বসিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আমরা আমাদের থাকিবার জায়গা হল ঘরে করিয়াছিলাম, এবং ঐখানেই আমাদের বিছানা পাতা থাকিত। বিছানা বলিতে একটা ছোট শতরঞ্চি ও একটি কম্বল বুঝিতে হইবে। উহার উপর একটি সুজনী চাদর পাতা থাকিত, তাহাও রাস্তার ধূলা বালিতে অতি নোংরা দেখাইত। আমাদের বিছানার উপর শ্রীশ্রীমায়ের আজ লক্ষ্য পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত ছোট বিছানায় তোমাদের শোয়ার অভ্যাস নাকি ? না, এখানে আসিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিতেছ যে, সকল অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা যায় কিনা ?

জিতেনবাবু। মনোমোহনবাবু আমাকে বলিয়াছেন যে, বাড়ীতে শয়ন করিতে তাহার ছয়টা বালিশ লাগে। এখানে এইভাবেই চলিতেছে। আমরা বাড়ীতে যে একটু আলাদা ভাবে থাকি তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, সেখানে আমরাই রাজা। আমার বাড়ীতে আমি রাজা, অমূল্যবাবুর বাড়ীতে অমূল্যবাবু রাজা। সেখানে আমাদের চেয়ে বড় কেহ নাই। সেইজন্য সকল জিনিষই আমাদের পদবী অনুযায়ী। আর এখানে আমরা অতি নগণ্য, তাই আমাদের বিছানা পত্রের এই অবস্থা। (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) বাড়ীতে রাজা বলিতে একটা সীমাবদ্ধ জায়গার রাজা বুঝায়। সর্ব্বস্থানের, সর্ব্বাবস্থার রাজা ত তোমরা নও। আবার ইহাও লক্ষ্য

করিও যে, বাড়ীতে যদি ছেলেমেয়ের অসুখ হয় তখন গদীআটা বিছানায় শুইয়াও চোখে ঘুম নাই। তখন অনেক সময় হয়ত মনে হয় যে, বিছানায় কেন, যদি মাটিতে বসিয়া থাকিলেও ছেলেমেয়ের অসুখ ভাল হয় তবে তাহাতেও রাজী। তাই দেখিলে যে, বাড়ীতে তোমরা অভাবের রাজা। যদি সুনিদ্রা আসে তবে বিছানার জন্য আটকাইয়া থাকে না। আর যদি মানসিক অশান্তি থাকে তবে ভাল বিছানাও আরাম দেয় না। জাগতিক জিনিষের স্বভাবই এই যে এখানে সুবিধা চাহিলে, সুবিধার সঙ্গে অসুবিধাও আসিয়া পড়ে। তাই সুখে দুঃখে, সুবিধা অসুবিধাতে সর্ব্বাবস্থায়ই রাজা হইবার চেষ্টা করা উচিত।

সেইজন্য সকলকে যাহা বলি তোমাদিগকেও তাহা বলিতেছি। সপ্তাহে হউক, পনর দিনে হউক, কিংবা এক মাসে হউক একটা দিন কেবল তাঁহার কাজের জন্য রাখা। ঐ দিন একটা ঘরের মধ্যে থাকিবে, বাজে কথা বলিবে না, ধ্যান, জপ, পাঠ ইত্যাদিতে সমস্ত দিন কাটাইবে। যে আসন বা বিছানায় ঐ দিন কাটাইবে তাহা আলাদা করিয়া রাখিবে। এইভাবে চলিলে অনেক উপকার পাইতে পার।

আমি। ইহাতে কোনই উপকার হয় না।

মা। (জিতেনবাবুকে) বাবাজী, তুমিও তাহাই বল নাকি ?

জিতেনবাবু। (হাসিয়া) না, আমি তাহা বলিতে চাই না ; কারণ অমূল্যবাবু ঐ কথা বলিয়া বিপদে পড়িয়াছেন।

মা। (মনোমোহনকে) বাবাজী, তুমি কি বল ? তুমিও কি বল যে কোন উপকার হয় না ?

মনোমোহন। আমি তাহা বলি না। ইহাতে উপকার হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে।

মা। (হাসিয়া) বাবাজী অমূল্য এবং আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিতেছে। (সকলের হাস্য)

(আমাকে) কিছু হয় না এ কথা বলিতে পার না। যদি তাহা বল তবে ইহার পর ছেলেপেলেরা পড়িতে না চাহিলে তাহাদিগকে জোর করিয়া পড়াইতে পারিবে না। কারণ তাহারা দুই একবার পড়া শিখিতে চেষ্টা করিয়া যখন বহি ফেলিয়া পালায় তখন তাহারাও তোমাদের মত ব্যবহার করে। কিন্তু তখন ত তোমরা তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া, মারধর করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে চেষ্টা কর। এবং তোমরা ইহাও দেখিতে পাও যে তাহারা ঐরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বে পড়িয়াও শেষে পণ্ডিত হইয়া উঠে।

আমি। মা, তুমি যে সংযমব্রতের উপদেশ দিতেছ উহা যে আজ প্রথম শুনিলাম তাহা নহে। ইহা পূর্ব্বে শুনিয়াছি এবং তদনুযায়ী কাজ করিতেও চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। বরং দেখিয়াছি যে সংযমের দিনেই যত ঝঞ্ঝাট বাড়ে। আধ্যাত্মিক অনুভূতি কিন্তু কিছুই আসে না। এই সব দেখিয়া মনে হইতেছে যে, যাক্ এ সব দিয়া কাজ নাই। যখন সময় হইবে তখন আপনিই হইবে।

মা। আমি বলিব তোমার সংযম ব্রত কিছুই করা হয় নাই। কারণ সর্ব্বদাই তোমার ফলের দিকে লক্ষ্য রহিয়াছে। হাতে হাতে ফল পাইব এইরূপ ভাবিয়া কোন কাজ করা, না করার মতই। আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে চাও না, কিন্তু প্রশংসা প্রতিষ্ঠার জন্য ত চেষ্টা করিতে পিছ পা হও না।

আমি। সেদিকে যে বেশী কিছু চেষ্টা করি তাহাও নয়।

মা। উহাও কিন্তু উচ্চ অবস্থা নয়। কোন দিকেই উদ্যম নাই, উৎসাহ নাই, ইহা ত জড়ের অবস্থা। জড় ভাব লইয়া থাকাই কি ভাল? আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করা তাহা কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে করিতে হয়। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিতে হয় না। তবে জানিও কর্ম্ম করিলে ফল পাওয়া যায়ই। আধ পয়সা আধ পয়সা করিয়া জমাইলেও সময়ে এক টাকা হয়। সকল কাজেরই একটা ফল আছে। কেবল কাজ করা কেন? কিছু দেখা, কিছু স্পর্শ করা,—সমস্ত

জিনিষেরই একটা প্রভাব আছে। এই সব কারণে সৎসঙ্গের এবং স্থান মাহাত্ম্যের কথা আসে। আবার এই সব কারণেই সাধক তাহার আসন, কাপড়, বিছানা ইত্যাদি অন্যকে ছুইতে দেয় না। আমরা যাহা আহার করি বা চিন্তা করি উহার গুণ আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং উহাও আমাদিগকে পরিবর্ত্তিত করে।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, জগতে আমরা যাহা কিছু দেখি, উহা যদি কেবল আমাদের সুখ দুঃখের দিক হইতেই দেখি তবে উহা শুধু আমাদের বন্ধনের সংস্কারই সৃষ্টি করে। গাছ, পাহাড়, ফুল ইত্যাদি দেখিয়া যদি ভাবি, "বাঃ এগুলি কেমন সুন্দর।" তবে ঐ সব বস্তুর গুণ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং তাহা হইতে নূতন নূতন সংস্কার সৃষ্ট হইতে থাকিবে। কিন্তু ঐ সব দেখিয়া যদি ঐগুলিকে ভগবানের বিভিন্ন রূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, যদি ভাবিতে পারি ভগবান্ই এই সুন্দর ফুলরূপে, ফলরূপে আছেন তবেই আমাদের মধ্যে শুদ্ধভাব পুষ্টি লাভ করিবে। তাই ভোগ বাসনা করিয়া কিছু দেখিতে নাই বা করিতে নাই। কারণ ঐ বাসনা হইতে যে সব সংস্কার সৃষ্ট হইবে উহা হইতে উদ্ধার না পাওয়া পর্য্যন্ত মুক্তি নাই অবশ্য ভগবানের কৃপায় সমস্ত বাসনার বীজ এক মুহূর্ত্তেই ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে আলাদা কথা। আমাদের ক্রমোন্নতির পথেই চলা ভাল। সেই হিসাবে সাধ্যমত নাম, জপ, ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা শুদ্ধভাবের পুষ্টি সাধন করিতে হয়।

এই পথে কাজ করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না দেখিয়া নিরাশ হইতে নাই। জন্মজন্মান্তরের সংস্কার আমাদের মধ্যে আবর্জ্জনার স্তূপ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। উহা শেষ না হইলে ভগবদ্ ভাব ফুটিয়া উঠিবার উপায় নাই। অবশ্য এরূপ দেখা যায় যে কেহ কেহ অল্পদিন কাজ করিয়াই কিছু কিছু অনুভব করিতে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে মনে করিতে হইবে যে, তাহারা ভাল সংস্কার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাই সহজেই তাহাদের পথ খুলিয়া যাইতেছে। কাজ করিয়া গেলে ফল পাওয়া যাইবেই—এই ভাব লইয়া কাজ করিতে হয়। কাহারও যদি গুরু না থাকে তাহাতে কোন বাধা নাই, কারণ গুরু সকলের মধ্যেই আছেন।

কাজ করিয়া গেলে তিনি আপনিই জাগিয়া উঠিবেন। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় যে গুরুর আশ্রয় লইয়া কাজ করা ভাল।

এই সব আলোচনা হইতে হইতে বেলা ৯টা বাজিয়া গেল। নেপাল দাদা 'সাধন সমর' পাঠ আরম্ভ করিলেন।

জপাদিতে আসনের প্রয়োজনীয়তা ও শুদ্ধতা

পাঠ শেষ হইলে নেপাল দাদা মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, শাস্ত্রে আসনে বসিয়া জপাদি করার বিধি আছে, কিন্তু কেহ আসনে না বসিয়া যদি জপাদি করিতে থাকে তবে কি কোন ফল হয় না ?

মা। তুমি ইহা কি বলিলে ? হইবে না কেন ? এ দেহ কোন আসন ব্যবহার করিয়াছে ? বাজিতপুরে মাটিতে বসিয়াই তপ জপাদি যাহা হইবার তাহা হইত। সে মাটিও ভিজা স্যাঁতসেতে এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক জায়গায় বসিয়া থাকিতাম বলিয়া মাটির চেহারা বদলাইয়া যাইত। ঢাকা আসিয়া আসন প্রথম ব্যবহার করি, এবং তাহাও সাধনসমর আশ্রমের অতুলের কথায়। মাটিতে বসিলেই সে বলিত, "মা, মাটিতে বসিলে শরীরের তাড়িৎশক্তি মাটিতে প্রবেশ করিয়া নষ্ট হইয়া যায়।" কিন্তু ঐ সব কথাতেও যখন আসন ব্যবহার করিতে সম্মত হইলাম না তখন সে বলিল, "মা, তুমি আসনে না বসিলে আমাদের বসিবার বড় অসুবিধা হয়, কারণ আমরাও আসনে বসিতে পারি না।" এই কথার পর আসন ব্যবহার করিতে আর আপত্তি করি নাই। এবং সেই অবধি আসন চলিয়া আসিতেছে। (হাসিয়া) এখন এমন হইয়াছে যে, মোটরে যখন বেড়াইতে যাই তখন গদীর উপর আসন পাতিয়া দেওয়া হয়। তবে জপাদি করিতে শাস্ত্রবাক্য অনুসারে আসন ব্যবহার করাই ভাল। প্রথমে কুশাসন, তাহার উপর কম্বল বা বাজারে যে সব আসন পাওয়া যায় সেই আসন বিছাইয়া উহা সিল্কের কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে সাধুরা বলেন শরীরের তাড়িৎশক্তি নষ্ট না হইয়া উহা শরীরেই থাকে। সেইজন্য জপের সময় গরদ, তসর প্রভৃতি কাপড় এবং চাদর ব্যবহার করা হয়।

আমি। যোগীরাই আসন ইত্যাদির শুদ্ধতা সম্বন্ধে খুব সতর্ক হইতে বলেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে আসনাদির কড়াকড়ি বড় দেখা যায় না।

মা। হাঁ, তবে সাধক মাত্রই নিজেদের আসন কাপড় ইত্যাদি অন্যকে স্পর্শ করিতে দেয় না।

বৈদিক দীক্ষা এবং তান্ত্রিক দীক্ষা

নেপাল দাদা। শাস্ত্রে নাকি আছে যে কলিকালে দীক্ষা তান্ত্রিক মতে হওয়া উচিত; কিন্তু যাহাদের কেবল বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষা হইয়াছে তাহারা কি কাজ করিয়া উন্নত হইতে পারে না?

মা। এ দেহ বলিবে যে বৈদিক দীক্ষা যদি চেতন হইয়া উঠে তবে উহার মধ্যে তান্ত্রিক দীক্ষার ফলও প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কেহ কেহ কেবল গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। যে কোন পথে ঠিক ঠিক চলিলেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারা যায়।

আমি। কাল প্রভাবে বৈদিক মন্ত্র হইতে তান্ত্রিক মন্ত্র হয়ত অধিক কার্য্যকারী।

মা। হাঁ, তাহাও হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন কালের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা থাকিতে পারে। তবে কাল সম্বন্ধেও সাধুদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তোমরাই ত বল যে, কোন কোন সাধু নাকি বলিয়াছেন যে সত্যযুগ আসিয়া পড়িয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, "এই ত কলির সন্ধ্যা।" প্রকৃত কথা এই যে একই কাল ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে হইতে পারে। একজনের কাছে এই যুগ কলিযুগ, আবার অন্য একজনের কাছে ইহা সত্যযুগ এইরূপ। ধর না শাস্ত্রে নাকি আছে যে, কলিকালে সন্ন্যাস হয় না। কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে এই কলিযুগেও কাহারও কাহারও প্রকৃত সন্ন্যাস হইয়া যাইতেছে। ইহাতে বলিতে হয় যে ঐ শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হইয়া যাইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। যাহার সন্ন্যাস হইয়া যাইতেছে বুঝিতে হইবে যে

তাহার পক্ষে এ যুগ কলিযুগ নয়। ভাব দিয়াই কালের পরিচয়। আসন ইত্যাদির সঙ্গেও এই ভাবের সম্বন্ধ আছে। শরীরের ক্রিয়া এবং ভাব যদি এক হইয়া যায় তবে দেহের আর কোন গ্লানি থাকে না। তোমরা যে একাসনে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পার না তাহার কারণ এই যে ভাবের সহিত তোমাদের কাজ এক হইয়া যায় নাই। যখন এক হইয়া যাইবে তখন দেখিবে, যে কোন কাজই কর না কেন উহাতে ক্লান্তি আসিবে না। বসিয়া আছ ত বসিয়াই আছ, চলিতেছ ত অবিরাম চলিতেছ। অনেক সময় এ দেহকে ট্রেনে এক ভাবে বসাইয়া দেওয়া হয়। আট নয় ঘণ্টা ঐ এক ভাবেই বসিয়া থাকি, পরে ইহারা আসিয়া আবার অন্য ভাবে বসাইয়া দিলে তবে অন্য ভাবে বসি। অনেক সময় সম্মুখে চাহিয়া আছি ত চাহিয়াই আছি। ডান ও বামে যে কত সাজান গোছান দোকান পড়িতেছে সে দিকে কোন লক্ষ্য নাই। যে দিকে চাহিয়া আছি উহার উপরে বা নীচে দৃষ্টি চলে না। শরীরের কোন নড়াচড়া নাই। তোমরা ত্রাটক দৃষ্টির কথা বল না? ত্রাটক কিন্তু অনেক প্রকার হইতে পারে। যে অবস্থার কথা বলিলাম উহাকে শরীরের ত্রাটক বলিতে পার। মোট কথা কোন একটি পথ লইয়া চলিলে উহাই সময় মত অনন্ত পথ দেখাইয়া দেয়।

—ক্রমশঃ।

"মা"

শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

করুণার তব সীমা নাই (মাগো) তুমি যে করুণাময়ী ;
চরণে তোমার সঁপিয়া আমারে যেন গো ধন্য হই ।
যে চাহিল ফিরে, দিল প্রাণ-মন, নিঃশেষে ঢালি সব
সেই ত লভিল ও রাঙ্গা-চরণ,—লীলা তব অভিনব ।

যে চেয়েছে তোমা সেই বুঝিয়াছে, তুমি কত নির্ভর,
জীবন তাহার উজলিছে আলো, সূর্য সম প্রখর ।
গেছে অভিমান, গেছে তার মোহ ; খ্যাতি-মান-বৈভব
নিঃসংশয়ে বুঝেছে মিথ্যা । তাই ফেলে দিয়ে সব
সহজ জীবনে লভিয়াছে স্থিতি, বচনে মধুর স্পর্শ,
নিত্য-নবীন প্রীতির কর্মে ছড়াইয়ে দিয়ে হর্ষ,
সন্ধ্যা-সকাল একটি প্রদীপ নিবাত-অচঞ্চল
জ্বালায়ে রেখেছে বৈরাগ্যের দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল ।

আমরা তোমার, তাই যবে মাগো বিপথেতে চলি ভুলি'
তোমার স্নেহের অকূল পাথার ওঠে বুঝি চঞ্চলি' ।
পূর্ণানন্দ মুক্তির পথে তাই আন । হাত ধরো,
জীবনে জাগাও নতুন জন্ম, মরণে অমৃত ভরো ।
যারা চায়, তারা পায়,—পাবে—ওরা ত সমুৎসুক ;
কিন্তু যে কভু চাহিল না ফিরে, ফিরায়ে রহিল মুখ,
দিল না আসন, তোমার লাগিয়া করিল না পরিপাটি,
তাদের-ও তো নিলে । সত্যই তুমি স্নেহ-রসে-গলা মা-টি ।

শ্রীশ্রীমায়ের মুখ থেকে দু'টি আশার বাণী

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

১৩৬৫ সনে (১৯৫৮ ইং) এলাহাবাদের শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পর কাশী এসে এক রকম ঠিকই করে ফেলেছিলাম আর কাশী ছেড়ে বাইরে কোথাও যাবো না। কারণ বয়সও হয়েছে তাই এখানে থেকেই জীবনের বাকী ক'টা দিন কাটাই ইহাই বাসনা। জীবনে সাধন ভজন তো কিছুই করতে পারলাম না—তাই একমাত্র ভরসা কাশীখণ্ডের সেই অমূল্য মহাবাক্য "কাশ্যাং মরণাৎ মুক্তিঃ।"

১০ই নভেম্বর, ১৯৫৮ খৃঃ শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমা আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। মায়ের আদেশ পেয়েই ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। মার নিকটে গিয়ে প্রণাম ক'রে বসতেই মা বল্লেন—"দেখ নারায়ণ, (নিজ শরীর দেখিয়ে) এই শরীরটার সঙ্গে এই শরীরের মা (স্বামী মুক্তানন্দজী) আর তুমি যাবে।"

আমি। মা, কোথায় যাবো তোমার সঙ্গে ?

মা। কেন, কানপুরে সংযম সপ্তাহে।

আমি। মা, এবার পূজার পর এলাহাবাদ থেকে কাশী এসে ঠিক করে ফেলেছি, কাশী ছেড়ে আর কোথাও যাবো না। কারণ বয়স তো হ'য়েছে, কখন কি হয় বলা তো কিছু যায় না।

মা। **এই শরীরটার সঙ্গে যেখানে তুমি যাবে, সেইটাই তোমার পক্ষে কাশী।**

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ থেকে এই কথা শুনে আর কোন উত্তর দিতে পারলাম না। আশায় ও আনন্দে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানা ভরে গেলো। মায়ের সাথে কানপুরে যাবো সংযম সপ্তাহে স্বীকার করলাম। এই কথার উপর আর কি কেহ

স্বীকার না করে থাকতে পারে? মায়ের মুখ থেকে এই রকম কথা বড় শোনা যায় না। আমার মতো সাধন-ভজনহীন মানুষের পক্ষে এটা যে কত বড় আশার বাণী তা আমি কল্পনাও করতে পারি নাই। শ্রীশ্রীমায়ের স খে যেখানেই শরীর ত্যাগ হউক না কেন সেখানেই যে কাশীতে মৃত্যুর তুল্য, ইহাই মায়ের কথার সারাংশ। অতএব মার সাথে সাথে যাঁরা সদা সর্ব্বদা ঘোরাঘুরি করেন তাঁদের তো হিন্দীতে যাকে বলে "দোনোঁ হাথোঁ মেঁ লাড্ডু হ্যায়।" মার সঙ্গ করাও হচ্ছে, সাথে সাথে কাশীবাসও হচ্ছে। একজনকে লক্ষ্য ক'রে মা এই কথা বলেছেন বটে, কিন্তু ইহা সকলের পক্ষেই সম্ভবতঃ প্রযুজ্য। যেমন শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে যা গীতাতে বলেছেন তা শাশ্বত সত্য। সর্ব্ব দেশের, সর্ব্ব কালের ও সর্ব্ব নরনারীর পক্ষেই অতি সত্য বাণী।

পরের দিন দুপুর বেলা শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দিরের সম্মুখে সৎসঙ্গে বসে আবার কথা উঠলো পূর্ণজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত তো আর মুক্তি হ'তে পারে না। এই কথার উপর আমি বল্‌লাম—"মা, আমার মতো অল্পবুদ্ধি ও অল্পশক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে পূর্ণ তপস্যাও সম্ভব নয়—অতএব পূর্ণভাবে চিত্তশুদ্ধিও হবে না। পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণ জ্ঞানও হ'বে না। অতএব মুক্তির কোন আশাই নাই, কেন না কথা আছে—জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ। জ্ঞান না হলে মুক্তি কোথায়?"

মা। তোমার সাধ্য মত তুমি তো কাজ ক'রে যাও—তারপর—

মায়ের মুখের কথা শেষ না হতেই আমি বল্‌লাম—তারপর যতটা বাকী থাকবে, মা, তুমি পূর্ণ করে দেবে তো?

মা। হাঁ, বাকীটা আমি·········মা পূর্ণ ক'রে দেবেন।

শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখ থেকে এই বাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মাকে প্রণাম করে বল্‌লাম—"বড়ই আশার বাণী মা, তুমি আজ শোনালে। তোমার এই অমৃতময়ী বাণী শুনে পূর্ণ ভরসা পেলাম। আমার আর চিন্তা কি? কাশী স্থান, গঙ্গার পাড় এবং অন্নপূর্ণা মন্দিরের সম্মুখে, মায়ের মুখের মহাবাক্য।" হঠাৎ কথাটা মা এত

জোর দিয়ে বলেই বোধ হয় চিন্তা করলেন—নিজের স্বরূপের তো প্রকাশ হয়ে পড়লো ? তাই একটু ঢোঁক গিলে বল্লেন, "মা, পূর্ণ করে দেবেন।" মা তো সকল সময়ই নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখেন। কখনও কখনও অকস্মাৎ কথার পৃষ্ঠে মার মুখ দিয়ে এই রকম দু' একটা কথা বেরিয়ে যায়। কে এমন কথা বলতে পারেন, যে তোমার বাকী তপস্যা বা বাকী জ্ঞান আমি পূর্ণ করে দেবো। এক ভগবান ছাড়া কারো মুখ থেকে এই রকম কথা বেরুন সম্ভব নয়। অতএব শ্রীশ্রীমা-ই যে সেই পূর্ণ-ব্রহ্ম-নারায়ণ তাতে আর সন্দেহ কি ? মার নিজের মুখের কথায়ই মার আত্ম-পরিচয় আজও আবার পাওয়া গেলো। যা একবার পাওয়া গিয়েছিলো মার বাজিতপুর থাকাকালীন, প্রায় ৪০ বছর পূর্ব্বে। আজ সেই কথাই প্রকারান্তরে মার মুখ দিয়ে আবার বেরুল। আমাদের পক্ষে ইহা কম ভরসার বাণী নয়। মার চরণে প্রার্থনা, এই আশার অমর বাণীর উপর যেন পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত।

অলৌকিক একটি ঘটনা

শ্রীমতী আরতি লোধ

কিছুদিন আগের কথা। আমার এক বন্ধু আমার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছে। কথা প্রসঙ্গে সে বলিল তাহার মা নাকি গোপাল আনিবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কয়েকদিন পরে আমি তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে গেলাম। মাসীমা আমাকে বলিলেন, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন তাঁহার এক আত্মীয় তাঁহাকে গোপাল আনিয়া পূজা করিতে বলিতেছেন। তাহার পর তিনি দেখিলেন অম্বা দেবীর মন্দিরে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা বসিয়া আছেন এবং তিনি বলিতেছেন, "এই মন্দির হইতে গোপাল লইয়া গিয়া পূজা কর।" মন্দিরের এক পূজারী যেন একটি গোপাল মাসীমাকে দিল। ইহার পূর্ব্বেও মাসীমা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন একটি কাল কুচকুচে ছেলে মাসীমার বাড়ীর সামনে মাটি লইয়া খেলা করিতেছে এবং শ্রীশ্রীমা দাঁড়াইয়া আছেন। ইহার বেশ কিছুদিন পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছিলাম, "মাসীমা, মা যেখানে থাকেন, সেখানে গোপালও থাকেন, দেখবেন আপনাকে ঠিক গোপাল আনতে হবে।" মাসীমা বলিলেন, "তোমার কথাই ঠিক!"

বেশ কিছুদিন চলিয়া গেল। একদিন রবিবার সকাল, অমাবস্যা। আমি আমার বন্ধুদের বাড়ীতে গিয়া বলিলাম, "আজ আমার মনে হইতেছে, আমাকে কোথাও বাহিরে যাইতে হইবে। বল তো কোথায় যাওয়া যায়?" হঠাৎ খেয়াল হইল, মাসীমাকে বলিলাম আমরা আজ তাঁহার গোপালের খোঁজ করিতে যাইব। মাসীমা দোকান হইতে গোপাল কিনিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, তিনি মন্দির হইতে গোপাল আনিতে চেষ্টা করিবেন। আমি বলিলাম, এ বড় উচ্চ আকাঙ্খা, আমাদের দ্বারা সম্ভব হইবে না। কথায় কথায় আমরা বলিলাম, আমাদের যে কোন একটি মন্দিরে যাইতে হইবে। বম্বেতে দুইটি বেশ জাগ্রত

মন্দির আছে, একটি মহালক্ষ্মীর মন্দির, অপরটি অম্বাদেবীর (মুম্বাদেবী)। আমাদের অম্বাদেবীর মন্দিরেই যাওয়া ঠিক হইল। এদিকে দুপুরে বাড়ীতে আসিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া যখন শুইলাম, তখন স্বপ্ন দেখিতেছি আমার পিসীমা অনেকগুলি ঠাকুরের ফটো এবং একটি গোপাল বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, "তুই পূজা কর।" বলা বাহুল্য ফটোগুলির মধ্যে মায়ের ফটোও ছিল।

সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন অম্বাদেবীর মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিতে গেলাম। বেশ পুরাণ মন্দির। ইহা একটি পীঠস্থান। বেশীর ভাগ ভক্তই গুজরাটী। মন্দিরে ঢুকিয়া দেখিলাম, চতুর্দ্দিকে কেবল টাকা গাঁথা। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় গুজরাটীদের এই নিয়ম। অনেক মূর্ত্তি আছে ঐ মন্দিরের ভিতরে। সবই দর্শন হইল। আমার বন্ধু বলিল মন্দিরের কম্পাউণ্ডের বাহিরে কি আছে একবার দেখি। বাহিরে গিয়া অন্য একটি মন্দির দেখিয়া তাহার ভিতরে ঢুকিলাম। সেখানে অন্য মূর্ত্তির সঙ্গে অনেক গোপাল মূর্ত্তিও ছিল—কোনটি বড় কোনটি ছোট।

মন্দিরে প্রণাম করিয়া কাজল পূজারীকে স্বপ্নের কথা ও গোপাল দিবার জন্য অনুরোধ করিল। পূজারী আমাদের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "সাধারণতঃ আমরা মন্দিরের বিগ্রহ কাহাকেও দেই না। কয়েকদিন পূজার জন্য অবশ্য দিতে পারি।" একটু পরে আবার বলিল, "নবরাত্রি উৎসবের শেষে আগামী ৬ই এপ্রিল বুধবার তোমরা আসিও।" সেই সঙ্গে আমি আমার স্বপ্নের কথাও জানাইলাম। আমাকেও ঐ একই দিনে আসিতে বলিল। এদিকে আমার মনটা গোপাল পাইব কি পাইব না সেই চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে ৬ই এপ্রিল বুধবার আসিয়া গেল। আমি, বীণা, কাজল ও মাসীমা সকলে মিলিয়া সন্ধ্যাবেলা গোপাল আনিতে চলিলাম। প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় আমরা মন্দিরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। অবাক্ কাণ্ড! মন্দিরে ঢুকিয়াই দেখি মন্দিরের চত্বরের উপরে শ্রীশ্রীমা বসিয়া আছেন (প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়া

রাখা দরকার মা তখন হৃষিকেশ না দেরাতুন আছেন বলিয়াই জানি) মার সঙ্গে আর একজন সন্ন্যাসিনী। মায়ের পরনে গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, ঘোমটার এক পাশ হইতে, কিছু চুল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দুইজনেই মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছেন। আমরা অপর সন্ন্যাসিনীকে দেখিলাম দিদিমার মত, তাঁর কোলে একটি গোপাল। আমি কাহাকেও কিছু বলিলাম না। কারণ সকলে আবার কি মনে করে। আমরা মন্দিরের বারান্দায় উঠিলাম। মা আমাদের কাছে উঠিয়া আসিয়া প্রথমে কাজলের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমরা তো মা বাঙ্গালী না?" কাজল বলিল, "হ্যাঁ, আমরা বাঙ্গালী। আপনিও কি বাঙ্গালী?" তখন মা বলিল, "কেন আমাকে বুঝি বাঙ্গালী বলে মনে হচ্ছে না? সবাই বলে আমি নাকি বাঙ্গালী নই।" মাসীমা কিন্তু তখন মন্দিরের ভিতরে পূজা দিতে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। তিনিও নাকি আবার মাকে লাল পাড় শাড়ী পড়া দেখিয়াছেন। বীণা মাকে বলিল, "সত্যই আপনাকে কিন্তু বাঙ্গালীর মত দেখতে লাগছে না।" আমরা মন্দিরের ভিতরে প্রণাম করিতে গেলাম। পিছন হইতে শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "সবাই বলে আমি নাকি বাঙ্গালী নই। আমি যে কে মা জগদম্বাই জানেন। ঠকে গেল, ঠকে গেল, আমাকে কেউ চিনতে পারল না।" অস্পষ্ট মনে হইতেছে, এই কথাগুলি বলিতে বলিতে মা হাততালি দিয়া উচ্চস্বরে হাসিতেছিলেন। আমরা চারজনে মন্ত্রমুগ্ধের মত অম্বাদেবীকে প্রণাম করিলাম। হঠাৎ সকলেরই যেন এক সঙ্গে সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তখন প্রত্যেকেরই মনে হইল, মাকে দেখিয়াছি। প্রকৃতিস্থ হইয়া চারজনেই তাড়াতাড়ি আবার মাকে দেখিবার জন্য মন্দিরের চত্বরে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু কাহাকেও আর দেখিতে পাইলাম না। সবই মায়ের লীলা। হতাশ হইয়া গোপাল আনিতে চলিয়া গেলাম। গোপাল নিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম, আশ্চর্য্য। মাসীমার স্বপ্নের গোপালের সঙ্গে এই গোপালের হুবহু মিল। পূজারীও স্বপ্নে দেখা পূজারীর মত।

জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা বম্বেতে আসিলেন। মানুষের অবিশ্বাসী মন। বার বার যাচাই করিতে চায়। নিঃসন্দেহ হইবার জন্য মাকে সুযোগ বুঝিয়া সবাই

গিলিয়া উক্ত ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। অবিশ্বাসের ভান করিয়া মা বলিলেন, "তোরা কি ঘুমাচ্ছিলি, না স্বপ্ন দেখছিলি ? নাকি কিছু খাইছিলি ?" আমরা যত বলিবার জন্য পিড়াপিড়ী করিতে লাগিলাম, সত্যই মা গিয়াছিলেন কিনা। মা তখন দিদিকে ডাকিতে বলিলেন। মা দিদিকে বলিলেন, "ছাখ দিদি, ওরা কি কয়, ওরা নাকি আনন্দময়ী মারে দেখ্‌ছে।" দিদি ঘটনাটি শুনিয়া উপস্থিত সজ্জনদের শুনাইতে বলিলেন। সন্তানের উপর মায়ের অশেষ কৃপা। তাই আমাদের নিঃসন্দেহ করিবার জন্য বলিলেন, "চারজনে যখন দেখছে, তখন সম্ভব হতেও পারে।" মায়ের শ্রীমুখ হইতে এই কথা শুনিয়া অবিশ্বাসী মন প্রমাণ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ফিরিয়া আসিল।

"জয় মা"

The ONE who is the Eternal, the Ātman,
His Himself is the traveller on the path of Immortality,
He is all in all, He alone is.

MATRI VANI

"With this body it is like this: it does not talk to anyone, nor go to see anyone, nor eat at anyone's house."

* * *

"What is *Satsang?* *Sva** means He, God, Being-Consciousness-Bliss (*Saccidānanda*), the *Ātmā*—call it what you will. *Sva* is *Svayang*—THAT ITSELF, He in Person. *Sva-ang*† signifies that God is eternally revealed in every part of Creation. This is why it is said: Seek *Satsang*‡ so that you may know yourself to be *Sva-ang* (His own limb), know that He is ever revealed in every atom of Creation."

* * *

"If one can love God there is no more sorrow. Even *viraha*, the deep yearning towards Him is happiness, for only

* *Sva*=self, own and *Sa*=He are pronounced alike in Bengali.

† *Ang*=part, limb.

‡ *Satsang*=the company of sages, saints and seekers after Truth; also a religious meeting and in its widest sense the practice of the presence of God.

when one loves God is one able to feel that burning longing for Him. What does '*viraha*' signify ? *Viraha*,* the intense pining for the Beloved can awaken in him alone in whom God dwells in a very special way."

* * *

"It is obvious that doubt lies at the root of the desire to know. If you had the firm conviction that God does everything, the desire to find out why things happen as they do, would not arise in you."

* * *

"That you are making an effort to arrange for medical treatment is also the expression of His Will. Verily, He, the One is everything. Thou in truth art the disease, Thou art the remedy and the power to heal—in all shapes and forms art Thou alone."

* * *

"So far as this body is concerned nobody ever commits an offence against it and therefore there can be no question of asking this body's forgiveness. Nevertheless, you will most certainly have to reap the fruits of what you have done.

* A play upon words : *viraha* literally means separation, *vi*= apart, *raha*=dwelling. But *vishesh*=special, *rahna*=to dwell ; thus '*vishesh rahna*' = to dwell in a special way.

But this body does not feel even the faintest shadow of anger concerning it."

* * *

"The performance of *japa* has a beneficient result of its own. When a person practises *japa* and dedicates its fruit to God, this fruit can never be destroyed or lost. When the time is ripe God will return it to the aspirant. When the latter begins to notice that his desires and passions are growing weaker and weaker, he should understand that God is in this way bestowing upon him the fruits of his practice. This is what is meant by *japa samarpaṇa*. (offering one's *japa* to one's *Iṣṭa*)."

* * *

"Whether happiness or pain is experienced depends upon what one believes and how one views whatever happens. If one wishes to go beyond beliefs and points of view, one must have faith in God."

* * *

"The ceaseless, never-ending current of Divine Mercy and Compassion ever flows forth : in that current one should bathe."

Sri Sri Ma Anandamayi

K. G. Ambegaokar, I. C. S. (Retd.)

Sri Sri Ma Anandamayi, who is generally referred to lovingly, simply as Ma or Mataji (the Mother), sometimes employs the following simile, when asked what it means to realise God. 'To a person who has never eaten a *Rasagulla* (a Bengali sweet), it is impossible to convey by words an exact idea of its taste.' I find a similar difficulty in expressing what I feel about Ma in such a way as would give a clear picture of her to those who have never met her. It is not only that she is a sublime being before whom one feels so humble as to become almost spellbound. I labour under the further handicap that while I feel the greatest reverence for her, I do not belong to the inner circle of her devotees and am merely a silent worshipper from a distance. I feel most hesitant and diffident to write about her and somewhat like "a fool rushing in where angels fear to tread." All the same it is perhaps just as well that an outsider like me should put down his thoughts about Mataji. Sometimes an observer from a distance can get a clearer view than those who are too near. He can at least give a better general outline although he is bound to miss the beauty of the details. So, short as is my acquaintance with Mataji, I am venturing to send this contribution to "Ananda Varta" in the hope that it may give to its readers who live far away some idea of Ma's personality and the great and beneficent spiritual influence she exercises over all those who come in contact with her.

There is no doubt that Ma Anandamayi is the greatest living saint. In fact her devotees look upon her as Divine, God incarnate. To Western readers this may sound sacrilegious and difficult to understand. Ma herself is never tired of reiterating that there is only one God and no second (एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति). That is also the basic tennet of Vedanta philosophy and the essence of Hindu religion. The popular belief in Ma's Divinity may seem inconsistent with this conception of one God and Ma's own utterances. Vedanta however, also holds that God, who has created everything exists in all His creation and to a greater degree in the human being. Man is not the body but the soul within, and that soul in its pure state can be like God himself. The spiritual aim should be to purify the soul which has got contaminated by its associations and to elevate it again to the level of God. Once it has reached that stage there is no difference and it acquires the state of God—becomes one with God (ब्राह्मी स्थिति) Therefore there is no profanity involved in looking upon a saint who has attained to "Self-realisation" as God. Hindu philosophy is also based on the theory of *Karma*, according to which the soul, which never dies, is born in new bodies in accordance with its actions in previous births so that spiritual development is not arrested by death but continues from where it had reached in a previous births. Thus the *Karma* theory explains not only the ordinary inequalities in life but also why some people are born spiritually advanced and can make further rapid progress. So we get saints like *Tukaram* and *Ramdas* and more recently, *Ramana Maharshi* and *Sri Aurobindo* who, having started life in the ordinary way, blossomed forth as great spiritual

forces and came to be looked on as Divinities. But there is even a higher category of saints who are "realised" beings almost from their birth. *Gauranga Mahaprabhu* & *Ramakrishna Paramahamsa* were of this type and *Ma Anandamayi* belongs to this class. Those who have read her life know that she gave indications of divinity from her childhood and though she outwardly seemed to lead the ordinary family life, she was constantly going into trance. Though she was married at an early age and at that time did all the household chores, her husband, realising her godliness, respected her, treated her as his mother and became her first disciple. Though she has had only elementary school education, she is wiser than the greatest scholars in religion and philosophy. Though she herself always stresses the need of a spiritual guide, (गुरु) she never had any such preceptor and all her knowledge is spontaneous. True to her name, Anandamayi, which was given to her by one of her early devotees, she is the embodiment of joy and happiness. She leads a pure, unruffled, serene life and radiates peace and divine love. When she is listening to prayers sung by her devotees her eyes are either glistening with tears or closed in meditation but, when she speaks or looks at you they are smiling and appear to be giving you hope and encouragement. She is full of mirth and by her frequent sweet and hearty laughter she creates an atmosphere of cheer and happiness about her. There is such an aura of love, light and laughter about her, she moves in such a rarified atmosphere, surcharged with goodness and godliness, that one instinctively and involuntarily feels that one is in the presence of Divinity. It is not therefore blind faith that brings devotees to her, but some inner urge, an inner compulsion

like that of a child to go to its mother. Not only to her followers but to all those who come near her, she does appear like the Divine Mother.

For those who have not yet had the good fortune of seeing Mataji, I think it will be best if I give a brief account of how her sixty-fourth birth-day was recently celebrated in the first fortnight of May in Bombay. A big *shamiana* was erected in the compound of a school in Vile Parle. A large concourse of people of all types gathered there every day. Great spiritual leaders came to pay homage to her and to give discourses to the people. Princes, big business magnates, intellectuals, rich and poor, young and old, women and children, all used to flock to the *shamiana*. In spite of the best efforts of the organisers to prevent people from going up to the dais where Mataji sat along with the saints, people would rush up to fall at her feet and offer her flowers. Everyone approached her with great reverence and I have seen one lady so overcome with emotion that she swooned. When Mataji was leaving, everybody would crowd round her. She was followed everywhere by people wanting to worship her, to talk to her or even to have merely her sight or be near her and she had hardly any time to herself. From early morning till late at night there were Bhajans and Kirtans (singing of hymns and prayers), reading of holy books, discourses by *Mahatmas.* Once there was even an all night session of Bhajans by women and another day the name of God was sung continuously for twelve hours. Mataji spent a lot of time attending these various programmes. A constant feature were the Bhajans and talks on the lives of saints given in the evenings by Sri Haribabaji

Maharaj, an intensely holy man, who is devoted to Mataji and to whom She gives great respect. The most popular session was from about 8-30 to 10 every night, which Mataji regularly attended. Punctually at 8-45 the lights were put off and every-one was expected to observe complete silence for 15 minutes. It was an inspiring sight to behold night after night hundreds of people sitting motionless and solemnly, in silent meditation. Anyone who has tried to practise meditation, knows how difficult it is to concentrate on God even for a minute or two without the mind wandering off to all sorts of irrelevant and irreverent thoughts. But here in the presence of Mataji, some of us at least were hardly conscious of the passage of time and heard the bell announcing the end of the quarter hour almost with a shock. After the silence or *Mauna*, as it is called, there would be *Arati*, the waving of lights, incense etc. and then for half an hour Mataji answered questions asked by anyone in the audience. These ranged over a wide field, from simple queries by women and children about how to approach God, to metaphysical problems posed by savants. To all Ma gave the simplest and most satisfying answers and every night one learnt something about God and the way to reach Him. Very often, some questions, you had thought of, got answered by what Ma said in reply to somebody else. At the end there would usually be devotional singing and music by some great musician who had of his own accord come to sing before Ma.

On the 13th night when Ma's birthday was observed, there was a ceremonial worship of Ma in the most elaborate and orthodox style from 3 A.M. to 5 A.M. which was witnessed by a large crowd. We in the audience could only see that

she was lying covered and absolutely still on a Divan and it was only when the worship was over and we were allowed to go up to the dais to pay our obeisance that we realised that she had all the time been in deep trance. I learnt from her devotees that she does not like to be worshipped like a God and goes off into a trance before the ceremony starts. In that state she seemed to have grown in size and looked so sublime and majestic as to be almost awe-inspiring, though her face bore an expression of bliss and peace. To me, looking at her seemed like having a peep at Divinity.

People have often asked Mataji who and what she is and her usual answer is, "whatever you imagine". She never says "I" but refers to herself as "this body" (यह शरीर) or "this little girl" (यह छोटीसी बालिका), while she calls all men "father" (पिताजी). And yet, let alone the ignorant mass, great saints and scholars feel the deepest reverence for her. They listen eagerly to every word that falls from her lips and her speech sounds like sweet music. She does not preach sermons or deliver discourses but by her mere presence she leads people's thoughts to God. And this is her mission in life, to make people God-minded. If we look upon her as an *Avatar* I think we are justified, because she does fulfil the criterion laid down in the Gita—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।

(The Lord says, "When religion (righteousness) declines

and irreligion (wickedness) gathers strength, I create myself. I take birth in every age to establish religion)."

I would say unhesitatingly that it is the Divinity in her which draws people to her and through her to God. Even those who may not believe in the Hindu philosophy and even those who are sceptical about notions of God, find that she has something in her which makes them revere her. My own experience is that in her presence all impurities in one's mind get washed away. A little girl whom I asked what she felt in Ma's presence told me that she obtained great peace. An intellectual said that he had felt something like an electric current passing through him when he first saw Mataji. Mataji's very presence has this effect, but when she speaks or sings Bhajans in her most melodious voice one literally feels transported.

The account I have given of the birth-day celebrations in Bombay may give an idea of the way in which Mataji leads people to God, because wherever she goes she leads a similar kind of life. Mataji has more than 20 regular *Ashrams* all over India but she visits many other places as the spirit moves her. During her stay there are always Bhajans and Kirtans, recitation of the *Gita* and *Stotras* (prayers), and the invariable 15 minutes of silent meditation followed by Mataji's answers to questions. She makes herself accessible to every one and is never tired of seeing people. She is always cheerful and has superhuman energy. She wins everyone's heart by her charm and sweetness. She has brought cheer and solace to persons grief-stricken by the loss of their nearest and dearest, or overwhelmed by other misfortunes, to

those who are unhappy in spite of their wealth, position and learning. There are highly educated young men and women who have given up everything and live in her *Ashrams*, doing whatever they can to serve her, in their search for God. But she does not ask anyone to renounce the world, she only wants them to perform their duties in life in such a way as would please God and asks them to remember God always. According to her, God is everywhere and in everything and you have to realise God in your own heart in order to attain to perfect peace of mind. Like the teaching of the Gita, she recognises that there are various ways of reaching the goal and she advocates that everyone should try in his own way and as instructed by his Guru (religious guide). The Guru will appear if you are an earnest seeker after God. But you must first strive for God yourself. Her first advice to seekers after God is to chant the name of God regularly. She says that the taking of God's name itself gradually creates faith in God and love for Him and purifies your mind. She considers the rituals of worship laid down in the scriptures as a method of attuning one's mind to God and so she encourages and is present at religious ceremonies. "Meet saintly people and spend as much time as possible with them and listening to them" is her constant advice. By the public observance of 15 minutes *Mauna*, she brings home to people the benefits of silence, meditation and concentration on God. When people ask for guidance on how to concentrate, she advises them to learn first to sit absolutely still and empty their minds of all thoughts. She further says that to succeed in meditation, one must lead a good, virtuous life, speak, act and think rightly, love

everybody and be kind to them. She is quite emphatic that the vision of God in whichever form you seek Him must come and whatever name you may give Him it is the same one God. Once that inner light shines forth, all differences, all notions of, "you" and "I"—even of "devotion", "devotee" and "God" will disappear and you will become one with God. That is what has happened to Matáji and what she is.

Conversations with Sri Sri Ma Anandamayi

RECORDED BY PROFESSOR B. GANGULY

(Translated by Atmananda)

(4)

Ranchi Ashram,
17/5/1958.

Question : How can the sense of distance be overcome? How can the eternal sound be heard?

Mataji : The sense of distance is overcome by realizing THAT which IS. All time and space lie within you; for instance you also hold Europe within you. Sounds are perceived according to world measurements. With the aid of a special apparatus sound can be heard from a great distance. But by means of the apparatus that is no apparatus the eternal sound becomes audible. When the eternal sound (*Shabda Brahman*) discloses Itself, the distinctions between me and you, mine and yours cease to exist, since there is no longer any division. In the universe inner and outer sounds exist. The eternal sound is contained in the world of forms as well as in the formless: THAT abides in the qualities (*guṇas*) of matter and beyond them, in form and the formless.

Question : How can one attain to Peace?

Mataji : By hankering after it ; when one becomes fervid for Peace, it will be gained. One has to call out desperately to the One and devote oneself to *sadhana*, yearning ardently for Peace, then it will come.

Question : What is meant by *Prarabdha Karma ?*

Mataji : Prarabdha means *pore* (later) *lubda* (acquired). The action that has been done before will later bear fruit. Just as when having overeaten one has afterwards to bear the consequences ; there is no way out of it—this is how it is.

(At that moment it was a quarter to nine and the bell rang for silence.†)

* * *

Jogada Satsang, Ranchi,
18/5/1958.

Question : In what manner should we live in the world so as to be able to view happiness and misery with equanimity ?

Mataji : Here one thing has to be noted : Of Him alone must be the spoken word, all else is but futility and pain.

Question : Please express this in a way that seekers after Truth, who still live in the midst of wordly affairs, will be able to understand !

Mataji : Cultivate a spirit of service. Let the wife

†In all Shree Anandamayee Ashrams and also wherever else Mataji happens to be, silent meditation is observed daily from 8-45 to 9 p. m.

serve her husband, regarding him as the Lord ; let the mother serve her son looking upon him as *Gopāl* (the divine child Krishna). If the home is pervaded by a spirit of service there will be bliss rather than toil and weariness.

Question: How can the agony of the threefold suffering (*tritāpa*), which is man's lot, be overcome ?

Mataji : While engaged in the service of the family it is befitting to set apart some regular time morning and evening for meditation or japa.

Prostrating oneself before God with intense feeling and putting one's heart and soul into the recitation of His holy Name are means by which man may be delivered from this threefold suffering. HE takes away every kind of suffering, be it *adhibautic*, *adhideivic* or *adhiatmic*. This is why He is called '*Hari*'. It is right to perform one's *pūjā* (worship) regularly twice daily, at dawn and dusk, just as it is imperative to wind a clock at set intervals. If the work of the householder is not thus interrupted, a spirit of service cannot be developed. In place of serving God one will minister to one's personal pleasure or satisfaction and consequently be forced to endure the threefold suffering that is man's lot. Whenever time permits one should, over and above the fixed periods of daily prayer or meditation, lift up one's heart and mind to God so as to become ever closer to Him.

Question: What is one to do if while sitting for prayer or meditation the mind wanders off to worldly affairs ?

Mataji : By persevering in the constant and regular practice of daily meditation the mind will finally become of

itself calm and steady. Even if in the course of one's best endeavours one slips and tumbles to the ground, one will have to rise again by supporting oneself on that very ground.

Question : If we regularly meditate twice daily will our mind become conditioned by this practice in a way similar to that of Dr. Pavlov's dog, concerning which by prolonged experiments of modern psychology the fact was established that it had been trained to clock-work punctuality ?

Mataji : Yes, this also is an example of the efficacy of sustained practice (abhyāsa yoga).

* * *

Govinda Bhavan, Ranchi,
19/5/1958.

Question : Are changes produced in our subtle bodies by the regular practice of *mantra japa ?*

Mataji : So long as there is form there must be change. God alone is changeless.

Question : Does *mantra japa* result in some realization ?

Mataji : Do not concern yourself with 'some realization.' To begin with let God's Divine Form be revealed and then the realization of the One *Brahman* will follow. Which particular form of God is revealed depends on what particular Name is constantly invoked.

Question : Can one by the repetition of *mantras* get access to other worlds or states of consciousness ?

Mataji : Certainly ; however one's aim should be the Self-revelation of THAT which is beyond all worlds and states of consciousness.

Question : Is it possible by the practice of a *mantra* to attain to the actual realization of the Brahman ?

Mataji : Why do you doubt this ?

Question : Is the *Shabda Brahman* (the eternal sound) also realized ?

Mataji : It ought to be so. While the mind governs there is always duality and thus one experiences happiness and sorrow ; it is man's reason that decides whether anything is joyful or painful. In this world of perpetual motion the individual is that which is bound. As stagnant water becomes foul but can be purified again by a filter that kills the microbes, likewise it is with the individual and liberation. The *Paramātmā* may be compared to pure water and the individual to a stagnant pool. But in essence water is everywhere, in individuality as well as in the *Ātmā* : "Wherever a *jiva* (individual) is, there *Shiva* is present." Man's Divinity is eternal, but his everchanging nature cannot endure for ever.

Question : How can the mind be made content ? By what method can the operations and processes of the mind be controlled and the Self seen face to face ?

Mataji : By aspiring to the Realization, to the Knowledge of one's own Self—the *Ātmā*. It is necessary to proceed along some definite line of *sādhana* : be it by regarding oneself

as the eternal servant of the Lord or as His child or by adoring Him as one's Beloved, be it by adopting the method of inquiry into the nature of the Self, or any other path. Whatever be your approach, it is right for you. The sages of ancient times pointed out the way. A stage will come where all paths join together. The method indicated by one's *Guru* is the one to be chosen; at the end every path becomes straight and simple. On reaching the Goal one will realize that there are innumerable ways leading to it. To accord with the different inner qualifications of the aspirants there is a variety of paths or methods of spiritual practice. To find God means to find one's Self, to know the *Ātmā*, ; then one awakens to the Knowledge that the ONE is the sole Reality underlying the world. The mind can be made content only when one's real treasure, the *Ātmā*, is found.

THE MYSTERY OF THE BODY

U. C. DUTT

In spite of our big boasts, our knowledge of physiology and pathology is still poor and incomplete. The ancient Indians tried to know the mystery of the human body, not so much by observation and experiments as by psychic control and inspiration. The body is a fathomless mystery. It is as mysterious as the spirit. It has visible and invisible aspects. The gross body is visible. The subtle body (**Sukshma Sharira**) and the causal body (**Karama Sharira**) are invisible to the naked eye. All of them are material trappings or sheaths of the spirit (**Chaitanya**). The Vedanta recognizes five sheaths. They are physical (**Annamaya**), vital (**Pranamaya**) mental (**Manomaya**) psychic (**Vigyanamaya**) and blissful (**Anandamaya**). The first three covers consist of material stuff and the other two of non-material or conscious stuff. Yoga helps man to know and cross the different planes of existence in order that he may realize his true Self, pure Existence-Knowledge-Bliss (**Sachchidananda**).

A comprehensive knowledge of the entire being is needed to assess a part or phase of it. The visible body is a means to a higher one, not an end in itself. It is the base of a splendid structure. A Yogi must have his body free of disease and the infirmities of old age. He makes it the basis of a highly developed mental, moral and spiritual life. To start with, a body is the means to spiritual realization.

Very often the purpose of physical existence is defeated by minding the body only. A giant with strong muscles and wild passions will go down fighting before long. The doors to a higher life will ever remain closed to him. His egotism, and false sense of superiority, his uncontrolled emotions and passions will not allow him to rise above the animal in man. This is why the great sage Patanjali prescribed moral training (**Yama, Niyama**) before physical culture (**Asana, Pranayama**) in his system of Yoga with eight limbs or steps (**Ashtanga Yoga**).

There are various kinds of Yoga—**Hathayoga, Layayoga, Rajayoga**, etc. All of them start with the body and pass on gradually to the spirit or soul. On the way supernatural powers descend upon the Yogi to misguide him. If he surrenders himself to the temptations of powers (**Vibhuti**), he is ruined. None, but the brave, the fearless, the selfless reach the goal. But every Yogi must have a sound mind in a sound body. So he practises **Asana** (posture), **Mudra** (pose) and **Pranayama** (breathing exercises) to keep the body sound. Yogashastra and Ayurveda are considered to be twins as they have their origin in the Vedas. The final treatise of Ayurveda is the Brahma Samhita which is a compilation of numerous verses from the several chapters of Atharva Veda. The book deals with the system of cure, various drugs and their respective properties. Many subsequent Ayurvedic treatises were based on the Brahma Samhita. The well-known medical works like the Charak and Sushruta were composed sometime prior to the era of the Mahabharata. Because the extensive scope and popularity of the Ayurveda, it is styled as the Fifth Veda (Pancham Veda). Yoga means union—the

union of the individual soul with the universal or the Supreme Soul. The Vedic sages achieved communion with the one that pervades the whole universe, though they called it by various names. They were strong, straight and healthy people. So from time immemorial Indians provided for an all-round development of the body. Mr. Colebrook and others give us particulars as to how extensively the Indian system of medicine influenced those as practised in ancient Egypt and Greece.*

Without a deep knowledge of the mystery of creation it is not possible to understand the mystery of the body or the science of physiology. And without a grasp of the principles of physiology it is not possible to find out the causes of diseases or a faultless system of their prevention and cure. The Yogic treatises like Patanjali's Yoga Darshan, Shiva Samhita and commentaries thereon deal with the theories of creation. Most of the Yogic writers have adopted the Samkhya views of Kapila. Some of them have accepted the cosmology as laid down in the Vedanta or the Tantras, and some have tried to harmonise the theories of the Vedanta and the Samkhya.

According to the Samkhya system the primal matter is called **Prakriti**. It is the eternal unconscious principle and is the unity of the three **Gunas** (forces or principles) of **Sattva, Rajas** and **Tamas** held in a state of equilibrium. As a result of commotion in the equilibrium due to the presence of **Purusha** (soul) the world of things springs into existence step by step. The self-luminous, active and the formless forces vibrate and shape

*It is on record that Alexander the Great utilized Hindu doctors for his army about 330 B. C.—*Editor.*

into some form. **Prakriti** produced **Mahattattva** (the principle of the great one or intelligence) then evolved **Ahankar** (the ego or the universal will power). Then on the objective side appeared **Pancha-Tanmatra** or the five subtle elements—sound, touch, colour, taste and smell—having the five gross elements such as earth, water, fire, air and ether as their inherent properties. Broadly speaking the whole range of creation is spread over seven strata or planes. They are, **Mahat, Ahankar, Pancha** (five) **tanmatra** or **Panchamahabhuta.** These seven strata resemble the seven divisions of the universe as envisaged in the Vedas and Puranas. They are **Bhuh** (abode of mortals), **Bhuvah** (abode of the dead), **Swah** (abode of the qualified), **Mahah** (abode of the demi-Gods), **Janah** (abode of divine souls), **Tapah** (abode of the enlightened) and **Satya** (abode of the Highest with Supreme Knowledge).

Our body is the miniature universe ; whatever exists in the universe (**Brahmanda**) is found in the body (**Bhanda**). "Everything is present in anything," (Sarvam Sarvatmakam-Yoga Sutra). "The macrocosm is in the microcosm." There are seven planes in the universe, the body also consists of seven planes. Each particular plane of the body is the centre of activity of a particular principle. These planes or operation centres are called **Chakras, Granthis** or Gland centres. The Yogis name them **Muladhara, Swadhishthana, Manipura, Anahata, Vishudha, Ajna** and **Sahasrara.** They are the **Chakras** or Gland centres of **Prithvi, Varuna, Agni, Vayu, Vyoma** or **Akasha, Aham** and **Mahat.**

The main glands in the body are capable of producing internal secretions, which get mixed with the blood and help

to build up the body and keep it healthy. The five parts of these internal secretions mould and nourish our mind. All the glands in co-operation engage themselves in building up body and mind of an individual. In spite of the close co-operation of the glands some glands become more active in some body systems. This predominance of a particular gland gives special significance to the nature of the individual and shapes his or her personality.

Prithvi-Granthi (Muladhara)—The operation of the **Prithvi-Granthi** forms the physical structure consisting of bones and flesh. Coming into contact with this centre all forces are rendered inert and inactive.

Persons with a predominance of **Prithvi-Granthi** usually have a heavy body with an excess of blood, flesh and fat. By nature they are liberal and patient. The are not eager for anything and keep away from all conflicts.

If a disorder occurs in the working of this gland the person becomes a bit selfish and addicted to personal enjoyment.

Varuna-Granthi (Swadhisthana)—kidney, male-testis, prostrate gland, Cowpers gland, female ovary, Bartholins gland, Skenis gland are all compressed in the single term of **Varuna Granthi.** Semen or spermatozoa produced out of the secretions of this gland centre maintain the unbroken series of procreations. Nerves, tissues, cells, marrow, etc. grow out of the semen or the vital fluid.

Persons with a predominance of the **Granthi** are of

amiable disposition and pleasant manners. They prosper in everything they undertake and maintain peace in the family. In case of derangements in the activities of these glands, persons both male and female become selfish, envious, capricious, lustful and short tempered.

Agni–Granthi (Manipura)—Fire operates mainly through five principal glands, namely the spleen, liver, pancreas, suprarenal glands, etc. The centres of activity which produce the digestive juices spread all over the stomach region.

The internal secretions of this **Granthi** produces fire juice or acid like nitric acid or sulphuric acid. This fire keeps the body temperature and makes the other organs active. It digests food and transforms it into blood and other vital fluids.

Persons with a supremacy of this **Granthi** are very vigorous, persevering and untiring workers. They have a wonderful capacity for leadership. In case of disorders in the functioning of these glands, persons indulge in anti-social wranglings. Even their friends and relatives become disgusted with them. They become extremely restless and impatient at the slightest physical pain. Usually they suffer from stomach trouble, blood pressure, etc.

Vayu—Granthi (Anahata)—The chest region is the seat of the **Granthi**. It includes five principal glands, namely the lungs, the heart, the thysrus and the cell-making glands. Heart and lungs can never stop working. As long as these glands function properly, there can be no disorder in any part of the body.

Anybody having the **Vayu-Granthi** in a healthy condition, acquires self-control, a balanced temperament, purity of mind and heart and a spirit of selfless work. When the Granthi gets deranged in a body system such a person becomes unsteady, talkative, ungrateful and prone to injure his benefactors. He generally grows lean and thin and hasty in his movements.

Akasa-Granthi (Vishuddha)—The chief centre of operation of the principal of **Akasa** (ether) is the throat, that is the space between the collar-bone and the nape of the neck. The **Granthi** comprises five principal glands, namely the thyroid, para-thyroid, tonsil, salivary glands, etc. The internal secretions of these glands eliminate the poison of diseases and help to keep the body strong and healthy. With the essence of these secretions our mental life is nourished. In this region the principle of **Sattwaguna** is the predominant element. Therefore a person having a supremacy of this **Granthi** possesses a mind full of goodness like that of Gods. This **Granthi** is much stronger in the case of women than in the case of men. So a healthy woman has such endearing qualities as affection, love, unselfishness, etc. In the case of any disorder of this **Granthi** one loses placidity of mind and the capacity for high thinking. Despondency, inertia and indolence become settled traits of one's nature.

Aham-Granthi (Ajna)—It is situated in the region of the forehead and represents the universal will power. **Shiva-Shakti-Granthi** (the pituitory glands) and the four principal glands that regulate our capacity for sight, hearing, discrimination and memory are the main centres of operation of this

Granthi. As **Aham** or ego controls all our activities in life so also this **Granthi** rules over the five other **Granthis.** As far as possible it goes to rectify all faults and failings in other **Granthis** or glands.

Persons with a predominance of this **Granthi** are geniuses, poets, scientists, philosophers, lovers ofm ankind, saints and supermen. In the event of derangements in the working of this gland there develops in one's nature meanness, cunning, heartlessness, mischievousness and wickedness.

Mahot-Granthi (Sahasrara)—The five glands, namely **Soma Granthi, Devaksha-Granthi** (Pineal glands), **Rudra-Granthi, Trikut-Granthi** and **Sahasrar-Granthi** are located in the region of the head. All those are included in the **Mahat-Granthi.** These centres are like the factories producing a series of sublime sentiments whereby a man becomes endowed with divine feelings and qualities. The secretions of this **Granthi** are called **Soma-Dhara** (nectarean fluid). The fluid helps to keep all the glands and the entire nervous system strong, healthy and vitalized.

Persons with a prodominance of this **Granthi**, are really Gods on earth—supermen or incarnations of God. They are embodiments of great wisdom and love.

Just at the top of the **Granthi** is the **Brahmarandhra** which maintains the link between the bodily sky **(Dehakasha)** and the heavenly sky **(Divyakasha)**, the region of **Sahasrara** is beyond the scope of three **"gunas"** and like an ocean of pure consciousness. In the midst of this very ocean stands the Mount Kailasha of the Yogashastras, which symbo-

lizes crystallized consciousness, the seat of Supreme Good or Knowledge (**Parama Shiva**) coupled with the Supreme Energy (**Parama Shakti**).

Physical suffering,—sorrow or weakness can in no way influence the working of these glands. In the common run of people the operation of this **Granthi** or supernatural glands remain quite indistinct.

In order to understand the mystery of the body (**Deha-Tattwa**), the knowledge of the operations of **Vayu** (air), **Agni**, (fire) and **Varuna** (water) is indispensable. These three elements sustain the material world. In case they are irritated or get out of gear, the world will perish. These three elements inside our body-system maintain our life breath, the body temperature, etc. They build and nourish the body with the help of blood, secretions and other fluids produced iu the body. A slight upset in them causes diseases and an acute upset causes death. In the Ayurveda they are known as **Vayu**, **Pitta** and **Kapha** or **Shleshma**. They represent the forces of **Sattva**, **Rajas** and **Tamas** respectively.

Vayu (Air) is life itself. It keeps going every part of the body. This vital air under five different categories is called (1) **Prana**, the air in the heart, (2) **Apana**, the air in the rectum, (3) **Samana**, the air in the navel region, (4) **Udana**, the air in the throat, and (5) **Vyara**, the air that permeates the entire body system. Each of them has a function of its own.

Pitta (bile and acid secretions) are the secretions of the fire glands. According to Charaka "it is the function of the

unaffected and healthy **Pitta** to regulate our capacity for sight, to provide strength for our body, to keep up the body heat, to induce hunger and thirst, and to maintain the suppleness of muscles and loveliness of complexion. Further it helps the thinking and discriminating power of our brain.". **Pitta** under five different names carries out the consuming function of **Agni** (fire) in the body. They are (1) **Pachaka Pitta** (digestive bile), (2) **Ranjaka Pitta** (colouring secretions), (3) **Sadhaka Pitta** (energizing secretions), (4) **Alochaka Pitta** (sight producing secretion) and (5) **Bhrajaka Pitta** (complexion-making secretions). When irritated **Pachaka Pitta** causes indigestion, constipation, diarrhœa ; **Rajaka Pitta**, anaemia, jaundice ; **Sadhaka Pitta**, fainting fits, apoplexy, brain disease ; **Alochaka Pitta**, defective vision, cataract and *Bhrajaka Pitta*, skin diseases, pale complexion.

Kapha or Shleshma (vital fluids or alkaline secretions). It is the essence of the fluid part of the five basic elements. Blood flows through the arteries. But side by side with them there is a system of narrower arteries that carry **Rara Dhatri** (lymph) the essence of the blood fluid, which nourishes the glands and othor basic elements of the body. By a physio-chemical process this **Kapha** (mucus) is converted into the saline fluid from which blood acquires and maintains its alkaline property. This mucus is known as **"Ojah Dhatu"** the basic element of vigour. **Ojah** indicates all the seven basic elements-fluid or secretions, blood, flesh, fat, bone, marrow and semen. It brings happiness, energy and an all-round development of the body.

Shleshma (mucus) takes five forms in sustaining the body. They are called (1) **Kledana** (the digestive secretions), (2) **Avalambana** (the lubricating secretion), (3) **Rasana** (the salivary secretion) (4) **Srehana** (the endocrine secretions or the soothing mucus and (5) **Shleshana** (greasy mucus). If they get vitiated diseases like indigestion, lethargy, loss of appetite and taste, loss of memory and eye-sight and gout or pleurisy occur.

The various exercises provided in the Yoga Sastras such as **Asana** (Postures), **Mudras** (poses), **Neti, Dhouti Nouli** (internal washes) and **Pranayamas** (breathing control) offer an unfailing means of maintaining these three elements (**Vayu, Pitta** and **Kapha**) inside the body in a state of perfect equilibrium. This state of balance helps the proper secretion of glands. Different **Asanas, Mudras**, etc. have been devised to produce different effects on the physical system to cure or prevent diseases of various kinds. So the Yogic system serves as the master key, not only for our spiritual uplift but also for building up a sound body free from diseases and infirmities as well as a sharp and sound mind.

With a view to gaining full control over Nature which is the store-house of all forms of powers, Sage Patanjali prescribes eight limbs or steps of Yoga. They are **Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana** and **Samadhi**. For physical culture we are directly concerned with **Asana** and **Pranayama.**

Asana means posture. A good deal of activity goes on in the body. Nerve currents have to be given a new channel.

The main part of activity will be along the spinal column, so one thing necessary for posture is to hold the spinal column free. An easy, pleasant and natural posture suiting the aspirant is necessary to help concentration of the mind. All postures help to keep the basic elements of the body—**Vayu**, **Pitta** and **Kapha** in a state of equilibrium and prevent or cure diseases. **Pranayama** means controlling the breathing. It consists in drawing in, holding and expelling breath in a regular measure. Breath is like the fly-wheel of the machine, the body. As such it supplies and regulates the motive power to everything in the body. **Prana** or the vital force sets the whole engine in motion, the manifestation of which is the breath. It causes the currents that move all over the body; the mind is also set in motion by different nerve currents. So by restraining the **Prana** one can gain perfect control over the body and the mind and thereby over the whole **Prana** or cosmic energy. This opens the door to almost unlimited power. When the Yogi becomes perfect in **Pranayama**, there is nothing in nature that is not under his control.

Pranayama should be practised under the guidance of an expert. The method is "Slowly fill the lungs with breath through the *Ida*, the left nostril and at the same time concentrate the mind on the nerve current. You are as it were, sending the nerve current down the spinal column and striking violently on the last plexus, the basic lotus which is triangular in form and the seat of the **Kundalini** (divine energy). Then hold the current there for some time. Imagine that you are slowly drawing that nerve current with

the breath through the other side, the **Pingala**, then slowly throw it out through the right nostril.

It is better to begin with four seconds and slowly increase. Draw in four seconds, hold sixteen seconds, then throw out in eight seconds. This makes one **Pranayama.**

"Yoga Aphorisms" of Patanjali is a treatise on **Raja Yoga Mudras** (pose) and internal washes like **Neti, Dhouti, Nouli,** etc. are taken from Hatha Yoga.

Some **Asanas** (postures) **Mudras** (poses) and **Dhoutis** (internal washes) are illustrated below, stating briefly the benefits they confer—prevention and cure of diseases, general tone of the body and prophylactic power.

(1) **Angusthasana** (Finger Posture) strengthens nerves and muscles, makes the hands and legs very strong, relieves rheumatism and removes constipation.

(2) **Akarna Dhanurasana** (the Archer Posture) builds the body, makes the liver strong, increases appetite and removes rheumatism and sciatica.

(3) **Ardha Chakrasana** (Half-Wheel Posture) retains youthful beauty, prevents old age, develops the chest, reduces fat and removes constipation, indigestion and lumbago.

(4) **Chakrasana** (Wheel Posture) more effective than no. 3.

(5) **Kukkutasana** (Cock Posture) revitalizes the nerves and muscles of the hands as well as of the chest and shoulders and makes the wrists fit for any strenuous work.

(6) **Bhujangasana** (Serpent Posture) keeps the spine flexible, tones up the nerves and muscles of the heart, abdomen and back, cures female diseases like Leucorrhoea, Menstrual difficulties, etc.

(7) **Sahaj Shirshasana** (Easy Head Standing Posture) less effective than no. 8.

(8) **Shirshasana** (Head Standing Posture) prevents all kinds of diseases and relieves pyorrhoia, myopia, vertigo, hysteria, neuralgia, liver and spleen diseases, nocturnal emissions, etc.

(9) **Matsyasana** (Fish Posture) is complementary to Sarbangasana (no. 14). All the nerves and tissues connected with the thyroid and para-thyroid glands get stronger.

(10) **Matsyendrasana** (the Spinal Twist) rejuvenates the spine, removes rheumatism, constipation, indigestion and cures defects of the liver and spleen.

(11) **Baddha Padmasana** (Cross-legged or Lotus Posture) rectifies curvature of spine and removes obstacles to physical and spiritual uplift, indispensable for meditation.

(12) **Mahamudra** (Pose) checks fistula, or literine dropsy, removes liver troubles and constipation and cures wet dreams in the case of young men.

(13) **Viparit-karani** (Pose) restores a decayed body to health and vigour, and maintains youth in old age.

(14) **Sarvanga-Sadhana Mudra** (shoulder standing pose) resists ageing and decay, evades the attack of cholera, small-pox, typhoid, pneumonia, colic or leprosy and cures menstrual troubles and displacement of the uterus.

(15) **Uddiana-Bandha Mudra** (Pose) protects the body against the attack of hernia, appendicitis, duodenal ulcer and abscess etc. cures female diseases and prevents cholera, small-pox, etc.

(16) **Sahaj Agnisara Dhouti** (Wash) is a sure prevention of dysentery, diarrhoea and cholera and an infallible curative of cholera.

(17) **Barisara Dhouti** (Wash) prevents biliary troubles, acidity, colics, neuralgia leucoderma, leprosy, tubercular infection.

(18) **Nouli** (Abdominal Exercise) checks hernia, appendicitis, intestinal T. B. doudenal ulcer, pettic abscess, indigestion, colics, etc.

(19) **Yoga Mudra** (Pose) cures enlargement of the liver and spleen, vitalizes depleted nerves and glands and prepares the body far Yogic practices.

For detailed study the reader is referred to the book. "Yogic Therapy" by Swami Shivananda Saraswati, Umachal Ashram, Kamakhya, Assam. In writing this article I have made free use of the materials contained in the book. The writer.

New Diary Leaves

ATMANANDA

(3)

Vindhyachal,
19th February 1960.

A young European lady who was touring India visited Varanasi. She had never heard about Mataji. Putting up in one of the big hotels at the cantonment she happened to meet there one of Mataji's admirers, who advised her, not to leave India without having Mataji's *darshan*. She took a taxi and came to Vindhyachal for just two hours. The following is part of the conversation she had with Mataji.

Question : Is it one's duty to act according to the wishes of one's parents or should one live one's own life ?

Mataji : If it is a life dedicated to the search after Truth (*paramartha jīvan*) nothing else need be considered.

Question : Well, it is not exactly a life of this kind. I am asking on principle : is it my duty to conform to my parents' wishes or should I live my own life ?

Mataji : I have already told you ; this body speaks of the Supreme Quest. There are two kinds of seekers : the one who wants to dedicate his life to the search of Reality and for him there are no other duties. The other one would like to lead a religious life, but there are obstacles. If you choose to tread the Path to Self-realization but have a bad

conscience for having left your parents, your thoughts will wander away to them and you will not be able to meditate. One must make a definite decision one way or the other. Even so there will be difficulties at times, but if one has made up one's mind once for all, these can be overcome. If on the other hand one feels pulled in two directions, one will not be able to proceed.

Question : Shall I ever find peace and happiness ?

Mataji : Peace and happiness are found on the path to God, never in the world, where one gets a little happiness, which is invariably followed by its shadow—sorrow.

On parting the young lady said : "I shall never forget this day and I shall never forget what you told me !"

Mataji : Forget ? This is not enough. You must meditate. Meditate at least for five minutes daily along the lines prescribed by your own religion. Not less than five minutes, but the more time you can give the better. Try to dedicate at least fifteen minutes out of every twenty-four hours to meditation, no matter what kind of life you may choose—and do not forget your friend ! This (pointing to Herself) is your friend. Think carefully before acting, do not act thoughtlessly only to repent afterwards !

* * *

Kishenpur,
23rd April 1960.

During the *satsang* two blind men came to talk to Mataji. One of them asked : "How can I get the vision of God ? Please tell me the easiest way to it !"

Mataji : Seek Him for His own sake.

The blind man : Which is better, the path of devotion or that of knowledge ?

Mataji : Adhere to God's Name. Repeat His Name day and night and get engrossed in its sweetness.

Question : When I still had some eye-sight I used to read many books. But now this is impossible. How will I gain understanding ?

Mataji : Turn to God, He will give you understanding.

The second blind man : Mataji, give me your blessing !

Mataji : Pray to God and you will feel His blessing.

A lady from the audience : You said : Seek God for His own sake. Well then, if I seek Him with selfish motives, will I not find Him ?

Mataji : Of course, if you seek God with whatever motive, you will get something of Him and if you pray for anything of this world you will also obtain it. Yet the things of this world are not worth praying for. One should seek God, not with any motive but solely for His own sake. Neither should one feel concerned about one's spiritual progress, for this is also not unselfish . Seek God because it is your nature so to do, because you cannot remain without Him. Whether and when He will reveal Himself to you rests with Him. Your duty is to call out to Him constantly and persistently and not to waste your energy on anything else. It is not fitting to compare and reason, saying : 'Such and such a person has been engaged in *sadhana* for so many

years and yet has not reached anywhere'. How can you possibly judge of what is happening to anyone inwardly? At times it occurs that a person while practising *sadhana* appears to have changed for the worse. How can you tell whether certain undesirable tendencies had not been hidden within him and have now been brought to light through his spiritual endeavours? To say: 'I have performed so much *sadhana*, but no transformation has been effected,' is also not the attitude to be taken. All that you have to do is to call out to Him unceasingly and untiringly and not to look for the results of what you are doing. Who can tell whether you may not by any chance be the fortunate one among millions who will succeed!

Question: Sometimes I feel quite desperate, because I do not seem able to succeed.

Mataji: You feel desperate when you have desires and they remain unfulfilled. But when one aspires to God for His own sake, how is it possible to feel desperate

* * *

Kishenpur,
22nd July 1960.

In the course of the conversation Mataji said: "It is well to keep in mind that whatever one enjoys of worldly happiness, be it good food or anything else, uses up some of the merit (*punya*) that one has accumulated. It is therefore commendable to remember God at all times and to enjoy whatever comes as coming from God. Similarly should one try to bear in mind that any suffering or adversity that one

has to go through expiates one's accumulated *papa*, wrong or evil actions and thoughts."

Mataji then related the following story :

"A very rich man died leaving his wealth to his son. Before closing his eyes for ever, he told him that if ever he got into very bad straits so as to be utterly helpless and destitute, he should open a certain cupboard in the house. However the cupboard was not to be opened under any other circumstances. The son was a spend-thrift and soon had exhausted all his wealth. At last he was virtually penniless, there was not even enough to provide the barest necessities for his family ; moreover there was illness in the house besides all sorts of other troubles. He remembered the cupboard and managed to open it with great difficulty. To his utter disappointment he found it empty. It was an ordinary black cupboard, so he threw it outside into the compound and started to dig and search everywhere for the hidden treasure—in vain. In his despair he finally went to solicit the help of a *mahatma*. The *mahatma* agreed to come to his house and see what could be done. On arriving there he looked around and then said : Give me a seat near the black cupboard. He sat down and scraped the varnish off the old piece of furniture and lo and behold it was found to be made of pure gold. "Similarly", Mataji concluded, "the gold is to be found in everyone's own heart, where the One sits enthroned on His lotus seat. But unless one is completely empty the gold cannot be found."

Conversations with Mataji at Gujerat

SWAMI MADHAV TIRTHA

Shri Shri Anandamayee Ma attended the Bhāgavata Saptaha function arranged at Ahmedabad from 7th—14th December 1959 in memory of the late Shri Kantilal Munshaw. This gave an opportunity to many of Mataji's devotees to come in contact with Her, after an inter e r two years. Swami Vishnu Ashram delivered fine spiritual discourses every night for one hour. He accompanied Mataji from Bombay to Ahmedabad, and being learned in religious scriptures, the audience greatly appreciated what he said.

On the 5th December, 1959 Mataji remarked : "There are still two days left before the Bhāgavata Saptaha begins and all must pray and invite Lord Shri Krishna to be present during that week." She asked me to give a talk. I began to narrate the life of Rukmini who had written a letter to Shri Krishna, asking Him to come to her father's place in Kundunpur for her marriage and take her away to Dwaraka.

The next day Mataji attended the Yajna ceremony at Chinubhai's residence. The *arati* was done according to the special method taught to all of Mataji's devotees i.e. it was moved round all the people present. This is meant to create the cosmic presence of God at that place.

On subsequent nights, Mataji replied to questions as follows :—

Question : How can the restlessness of the mind be conquered ?

Mataji : By intense love for God.

Question : What is the nature of the mind ?

Mataji : To make man aware of his imperfection.

Question : Why does *Prārabdha* not vanish ?

Mataji : Because of the want of the fire of discrimination (Viveka) and dispassion (vairagya).

Question : Why does not God bestow His grace on all ?

Mataji : For God there are no others.

Question : But He is called *Dinadayāl,* one who bestows His grace on the humble ?

Mataji : Yes. He is *Dinadayāl* for those who become humble before Him, i.e. those who surrender to Him

Question : We do not want unhappiness and yet it comes. We want real and lasting happiness and it does not come. Why ?

Mataji : Your desire for true happiness is not intense enough. Take the help of Guru.

Question : Where to find the Guru ?

Mataji : Search within yourselves.

Question : How to search ?

Mataji : If your child is lost, how do you search for him.

Question : If I am the *Atmā*, why have I to make an effort to find Him ?

Mataji : The questioner has not realized his *Atmā*.

Question : Why is the mind restless ?

Mataji : Your mind is so much absorbed in the world that it does not like to leave it. It has found rest there. If it becomes completely restless, it will realize the *Atmā*. Arjun had become desperately restless and he, realized the power of God.

Question : What is the way to self-knowledge ?

Mataji : *Satsang*.

Question : What is the nature of *Samādhi* ?

Mataji : It is a state where no question arises, there is complete equanimity, complete solution of everything.

Question We repent of our sins and yet people criticise us. What is the remedy ?

Mataji : Their criticism will free you from your remaining sins.

Question : If the *Atmā* is immortal, why does it take birth ?

Mataji : That which is immortal does not take birth. He who takes birth dies.

Question : Can a man advance towards God, by doing social service ?

Mataji : Yes, if he does not do it with a view to publicity.

Question : Why should one not enjoy worldly happiness ?

Mataji : What is perishable is not desirable.

Question : What is sin (*papa*) and virtue (*punya*) ?

Mataji : Forgetfulness of God is the greatest sin, His remembrance is the greatest virtue.

Question : Is it possible to see God ?

Mataji : Try persistently and you will see Him.

Question : What is the aim of man's life ?

Mataji : To love God and realise his oneness with Him.

Question : Where is God ?

Mataji : Where is He not ?

Question : What does He eat ?

Mataji : Man's ego.

Question : When does He laugh ?

Mataji : When a man before birth resolves to re ber Him continuously after birth, God laughs because He knows that the baby will forget Him as soon as is born.

Question : What does God do ?

Mataji : He humbles a king and makes a poor a king.

Question : Does God see us ?

Mataji : He sees us as His forms.

Question : If we try to see the One in the many, is it a correct knowledge ?

Mataji : The knowledge of many is not correct knowledge. He alone is.

Question : If we keep the mind steady and quiet while witnessing the various thoughts, is it a correct position ?

Mataji : The mind will not be quiet when it witnesses various thoughts.

Question : Why should we do *japa* ? I want to surrender my *mala* (rosary) also to God.

Mataji : If you give up *japa*, the mind will dwell on worldly thoughts. Division will not disappear unless you surrender your ego.

Question : How can we avoid the fruits of our previous *karma* ?

Mataji : Burn the karma.

Question : How to burn it ?

Mataji : Follow the advice of the Guru who has burnt His own karma.

Question : How to avoid the disturbances caused by wife and children ?

Mataji : Find a way of pleasing them and of praying to God.

Question : What is the fruit of remaining silent for 15 minutes at night ?

Mataji : It controls speech and preserves your energy. If the mind also becomes silent at that time, truth shines forth.

On the 12th December, 1959, Mataji visited my Ashram at Valad, about 12 miles from Ahmedabad. She liked the Ashram and said that it was a good place for retreat. I presented her 101 copies of '*Anand-Māla*', a small printed book in which I had collected 108 sayings of Mataji. On leaving the Ashram, Mataji said to me : "This Ashram belongs to me, you are my guest and therefore I must garland you." I accepted respectfully the garland given by Her.

Next day during the *satsang* at Munshaw's house at Ahmedabad, Mataji answered the following questions :—

Question : Why do we have ups and downs in our spiritual practices ? What shonld be done ?

Mataji : Do not give up your *sādhana*.

Question : A man want keep *satsang*, but his wife refuses. What should he do ?

Mataji : If he gives in to her it means that he attaches more importance to his wife's advice than to *satsang*.

Question : What is more necessary, education or *satsang* ?

Mataji : Education is necessary for earning one's livelihood ; if the income is well used, it will create a *Satvic* atmosphere.

Question: Why does not God come to the world as an *Avatāra* in the present disturbed times?

Mataji: He will come at the right time and people will recognise Him.

Question: How can we progress while leading family life?

Mataji: Regard your husband as the Lord, your wife as the goddess Lakshmi and your children as the Bal Gopal or as Kumari.

Question: Which was first? Karma or body? Which existed first Seed or tree

Mataji: Both are simultaneous: the tree is only another condition of the seed.

Swami Vishnu Ashram:—If we write a letter on *Māyā's* paper with *Māyā's* ink, everything is simultaneous.

Swami Madhavtirtha:—Causation is continuous in related systems.

Question: Whether effort and self-reliance (*Purushartha*) is true or determinism (*Prārabdha*) is true?

Mataji: Effort directed towards the attainment of the Divine is *Purushartha*.

Question: What is the difference between the worship of gods and goddesses, and the meditation of the soul?

Mataji: The worship of deities yields fruit according to the *Karma*. Meditation of the soul removes the veil of ignorance.

Question : What is the nature of the witness ?

Mataji : When some object appears to exist apart from the subject, there is no experience of the witness.

Question : What is the greatness of the Sanskrit language ?

Mataji : It is *Devabhāshu*. All languages are God's languages because He is infinite.

The next day, *Mataji* visited *Yogashram*, about 70 miles from Ahmedabad. As part of the road was bad, I asked her whether She had suffered any inconvenience ?

Mataji : Not in the least, if a father's finger is injured, he does not cease to be a father. In the perfection of God, no part is bad.

Question : When can we get the grace of God ?

Mataji : It will come whenever necessary.

Question : How can we know it ?

Mataji : When you have eaten, you know that your hunger has been appeased. Similarly, God's grace is known.

Question : What is the nature of *Vairāgya* ?

Mataji : Love of God or *Aṇurāga*.

Question : What should be done to develop memory ?

Mataji : Repeat the name of God.

Question : Why are there many versions of God ?

Mataji : These are different points of view.

Question : Can women take *Sannyasa* ?

Mataji : Pitaji will reply.

Swami Vishnu Ashram : Women cannot take *Sannyāsa* but they can develop renunciation.

Swami Madhavtirtha : I think, the time has come to give *Sannyasa* to women. In the Christian, Jain and Buddhist religions also women are given *Sannyāsa*.

On the bank of the Narmada river, at the Bhimpura Ashram, *Satsang* was renewed, *Mataji* told me : "Just see, how God has given *Darshan* in this form." One woman placed a few flowers on Mataji's head. Some devotees became annoyed but Mataji said : "My mother has given me blessings by putting flowers on my head." On another occasion, three *Sādhus* were sitting by Mataji's side. A man arrived with some garlands. Mataji said : "Place the garlands round the necks of these saints, I am there". After the sadhus were garlanded, She said : "Now there is an appearance of three *Mataji's*".

The following questions and answers ensued :

A young married woman :—I am very unhappy in my domestic life.

Mataji : It is foolishness to believe that there is happiness in worldly life.

A man asked for Matajis' autograph on Mataji's photo

purchased by him. Mataji placed a dot on the photo and said—"The ocean is contained in the drop and the drop in the ocean. In this dot everyting is contained".

Question : If obstacles come while repeating God's name, hat should be done ?

Mataji : They will be removed by repeating God's name.

Question : If everything is done by God, why should we do nything ?

Mataji To have such faith is itself a great work.

On the 27th evening, when *Mataji* left Baroda for Mathura and was standing in the corridor of the train, asked all the devotees gathered there to accompany Her to Mathura but none of them accepted Her offer because they had worldly duties to perform.

MATRI LILA

(15TH JULY—15TH OCTOBER 1960.)

In the last issue of Ananda Varta we have already mentioned that Mataji had arrived in Kishenpur, Dehradun from New Delhi on July 11th. The devotees of Dehradun had great hopes that Mataji would remain in their midst for a good long time and spend *Jhulan* and *Janmastami* with them, but at the urgent invitation of Swami Haribabaji Maharaj, Mataji left for Vrindaban on August 1st. While at Kishenpur She suddenly one evening went away by car with only 2 or 3 companions, leaving behind Didima, Didi and all the others at the Ashram. Fortunately She returned the next morning to be present at the reading of the *Ramayana*, which is performed regularly once a month at the Kishenpur Ashram. It takes about 24–26 hours or sometimes more of uninterrupted reading (done by turns) to complete the whole of Tulsidas *Ramayana*. Only after returning Mataji disclosed that She had spent the night at the Kali temple at Ananda Chowk, Dehradun, where She had put up many years ago, long before the Ashrams at Kishenpur and Raipur had come into existence. During Mataji's stay at Kishenpur many interesting discussious ensued at *Darshan* time twice daily.*

Mataji reached Vrindaban early morning on August 2nd in time for "*Jhūlan Ekādasi*. *Jhulan* means 'swing festival.'

*See also "New Diary Leaves" on p. 147—48 of this issue.

Every night beginning from *Ekādasi* (the 11th day of the phase of the moon) until *Purnima* (full moon night), the images of Krishna and Radha are placed on a profusely decorated swing and worshipped to the accompaniment of songs in praise and adoration of these deities. The day before fullmoon *Mahājhūla* was celebrated in the very spacious hall of our Vrindaban Ashram. Not less that eleven swings had been provided and on each of them were placed images of Krishna and Radha. Many *Mahātmās* graced the function with their presence. On full-moon night *Mahārasa lila* was performed by a professional troupe of *Rāsalila* players. As usual it drew an enormous crowd of spectators who witnessed spell bound and with interest.

Jhūlan Purnima is the anniversary of the memorable night when in August 1922 exactly at midnight Mataji all by Herself went through the actions of a spiritual initiation (*dīksa*). She Herself was the *Guru*, the *Iṣṭa*, the *mantra* as well as the neophyte. This event that came about spontaneously masked the beginning of a period of intense and uninterrupted *sādhana*, although it must be borne in mind that it was, like everything else in Mataji's life, a mere play, part of Her *Lila;* for since, as she frequently declares, she does, inspite of all apparent changes, always remain the same, there never was for Her anything to be attained and consequently the need to engage in spiritual practices of whatever kind did not arise for Her. Is seems obvious that all the innumerable types of *Japa Yoga* and meditation that were gone through subsequently, were meant for the benefit of all seekers after truth. The hour of Mataji's unique *dīksa* was as

usual very solemnly commemorated by Kirtan and silent meditation. Since *Jhulan Purnima* is also the festival of *Raksha Bandhan*, this was observed immediately after, namely between 2 and 3 a. m., when Mataji with Her own hands tied bracelets of silken thread round the wrists of everyone present.

On August 10th Mataji left for Varanasi to spend *Janmastami* surrounded by the girls of the *Kanyapeeth* (the school for *Brahmacharinis* at our Ashram there). We have on several former occasions reported in great detail about those very charming celebrations. On August 17th Mataji motored to Vindhyachal to have a short rest before the next function which was the *Srimad Bhagavata Japanti* that was observed from August 28th to September 4th at Varanasi. On September 6th Mataji returned to Vindhyachal with a large party, remaining there until 17th September. Breaking journey for a day and a night in Patna, She reached the Agarpara Ashram, in the outskirts of Calcutta, on September 19th. *Navaratri* began on the 20th and Durga Puja was celebrated with great fervour and enthusiasm from September 26th—30th. Needless to say that the crowd that flocked to the Ashram, over and above the many visitors from far and near, was quite overwhelming. Several buildings have been recently constructed in the beautiful grounds of the Agarpara Ashram, among them a Shiva Temple and a guest house, consisting of about a dozen rooms with bathrooms etc. The new buildings were inaugurated in Mataji's presence soon after Her arrival at Calcutta. The devotees there had hoped that Mataji would

remain with them for *Lakshmi Puja* which falls on the full-moon night after *Dassehra*. However Mataji took the train to Varanasi on October 1st and after a night's rest there proceeded to Dehradun where She alighted on the 4th October morning. *Lakshmi Puja* was observed that very night in a new room upstairs, that had just been constructed. After the *Puja* when Mataji sat down with everyone else on the platform in front of the Shiva Temple to partake of the *Prasād*, a light shower of rain gave an additional and unexpected blessing to all. No one stirred from their seats until they had finished their meal. The quite untimely rain became very vigorous the next day and the following two or three, days after which it cleared up. We received the news of the floods in Lucknow and all along the Gomati river with apprehension, wondering whether it would be possible to observe *Divali* on Oct. 19th in Lucknow as planned and even more doubtful it seemed whether Naimisharanya would dry up in time to complete the arrangements for the next Sanyam Mahavrata, which is to begin on October 21st. During the floods the site of the *satsang* Pandal was waist deep under water. Nevertheless Mataji appeared supremely unconcerned and was urging everyone who happened to approach Her to take part in the function at Naimisharanya, remarking with Her usual radiant smile that the whole place had been specially purified by the water in preparation for our meeting and also how lucky it was that the camp had not been erected before the floods broke in.

One evening at Kishenpur Mataji was requested to relate something about Her first visit to Raipur in 1932. In

Her inimitable delightful way She told us some details of how She went there by tonga from Dehradun with Bholanath and Bhaiji. Now there is a broad motor road and a regular bus service, but in those days Raipur was nestling peacefully in the midst of jungles. There was only a rough path leading to it and moreover a river had to be forded ; the bridge was built much later. Mataji was quite unknown at Dehradun at the time. Bholanath used to sit in meditation for hours together in front of the Shiva Temple. While Mataji remained in the dilapidated room. With great humour Mataji related how the villagers wondered, whether he had perhaps left his home in order to do *tapasya* and his wife against his wish had followed him with their servant (Bhaiji). Bhaiji dressed in a dhoti and walking barefoot was then doing every kind of menial labour such as cooking, cleaning vessels, etc. Gradually however letters began to arrive for him and thus the news leaked out that he was really a high Government official. At that time Mataji used no bedding, only one thick cotton cover, half of which served as a mattress and the other half as a blanket. She did not comb Her hair and it became matted. When subsequently She caught fever, a barber was called to cut off Her hair, which had become inextricably intertwined and resembled a crown. The barber took great pains to cut off the whole of the crown in one piece and succeeded. Only with the greatest difficulty could he be persuaded to part with it, as he was eager to use it for *Ramlila* performances.

On October 16th Mataji entrained for Lucknow where *Divali* is to be celebrated at the residence of Sri Rameshwar

Sahai, I.F.S., Chief Conservator of Forests, U.P. On October 20th She is due at Naimisharanya where the 11th Samyam Mahavrata is to take place from October 21st to 27th followed immediately by the recitation of 108 *Srimad Bhagavatas,* up to November 3rd. Swami Akhandanandaji Maharaj of Vrindaban has agreed to be responsible for the daily explanations in Hindi. Many distinguished *Mahatmas* have accepted the invitation to grace the function with their presence and a very large number of participants are expected to arrive from all over India.

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

একাদশ ভাগ

লেখিকা—শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের কয়েকটি বৎসরের ঘটনাবলী লইয়া এই পুস্তকের রচনা। নানা অলৌকিক সূক্ষ্ম দর্শনের কথা, পণ্ডিচেরীতে শ্রীমায়ের সহিত সাক্ষাৎকার, রমণাশ্রমে রাত্রিবাস, প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষার স্থানে গিয়া মায়েরও শরীর ত্যাগের উপক্রম, রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইতে সূক্ষ্মদেহী মহাপুরুষের মাকে অনুগমন ও দ্বারকায় মহামিলন, বৃন্দাবন আশ্রমে শিব প্রতিষ্ঠা, সূক্ষ্মে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত মায়ের সাক্ষাৎকার এবং ওয়ালটেয়ার, বেজওয়াদা, গুণ্টুর, মাদ্রাজ, কুম্ভকোণম্ তাঞ্জোর, রামেশ্বরম্, মাদুরা, কন্যাকুমারীকা, ত্রিবাঙ্কুর, পুনা, মহীশূর, বম্বে, জুনাগড়, পোরবন্দর, রাজকোট, মোরভি ও ভাবনগর প্রভৃতি নানাস্থানে মায়ের ভ্রমণলীলা কাহিনী এই ভাগে স্থান লাভ করিয়াছে।

[অক্টোবর, ১৯৫২—সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪]

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. RN 4727/57.

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA, VARANASI.

LIST OF PUBLICATIONS.

Hindi

Mātri Darshan—by Bhaiji	(out of print)
Sad Vāni ,, ,,	1·00
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi	
Vol. I–III and V	each 2·00
Vol. IV	3·00
Ma Anandamayee—Dr. Pannalal	(out of print)
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1·50
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2·50
Kīrtan Rasa Swarūpa	6·00
Mātri Līla Sankīrtan	0·31

Bengali

Mātri Darshan—by Bhaiji	2·00
Sad Vāni ,, ,,	1·00
Mātri Vani	·75
Sri Sri Ma Anandamayee—by Gurupriya Devi	
Vol. I–IX	each 2·00
Vol. X, XI	each 2·50
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1·50
Akhanda Mahāyajña ,, ,,	2·50
Kīrtan Rasa Swarūpa	6·00
Suno Bali Maer Kotha—Shailesh Brahmachari	1·25
Mātri Lila Sankirtan	0·31

Guzrati

Matri Darshan—by "Bhaiji"	1·50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I & II—Br. Kantibhai	2·00
Amrit Vani—Br. Dattatreyanand	2·00

English

Mother As Revealed to Me—Bhaiji	2·00
Mother As Seen by Devotees (A Symposium)	3·00
Mātri Vani (Sayings)	1·25, Special edition 1·50

Photos etc.

Album	1·50
Photos—various sizes ranging from	0·37 to 15·00
Lockets	1·25